এক বিপ্লবী কমিউনিস্ট

কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ

Ek Biplabi Communist
Comrade Muzaffar Ahmad

৫ আগস্ট, ২০২৫

প্রকাশক
পরেশ সাহা
মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ পাঠাগার
৩১ আলিমুদ্দিন স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০ ০১৬

মুদ্রক
বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়
গণশক্তি প্রিন্টার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৩৩ আলিমুদ্দিন স্ট্রিট
কলকাতা - ৭০০ ০১৬

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ
মনীষ দেব

মূল্য : ২০০ টাকা

কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদকে শ্রদ্ধা জানিয়ে

বিমান বসু

বাংলা তথা ভারতে কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তলার অন্যতম পথিকৃৎ কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ। ১৮৮৯ সালের ৫ই অগাস্ট তারিখে তৎকালীন পূর্ববাংলায়, বর্তমান বাংলাদেশের চট্টগ্রামের অন্তর্গত অধুনা সন্দ্বীপ জেলায় তার জন্ম। ১৯৭৩ সালের ১৮ই ডিসেম্বর তার জীবনাবসান হয়।

পারিবারিক সমস্যার জন্য ইস্কুল শিক্ষায় ছেদ পড়ে, পরে নোয়াখালী কারগিল ইশকুল থেকে শিক্ষা সমাপন করে কলকাতায় চলে আসেন। প্রথমে শ্রীরামপুরে হুগলী মহসীন কলেজে, পরে নানা কাজের সাথে যুক্ত থাকায় অসুবিধা হচ্ছে উপলব্ধি করে বঙ্গবাসী কলেজে ভর্তি হন। এই কলেজে পড়াকালীন তিনি কলকাতায় ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বিভিন্ন প্রতিবাদ মিছিলে অংশগ্রহণ করতেন। জীবনযাপন ও বাসস্থানের জন্য তিনি বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি'তে সর্বসময়ের কর্মী হিসাবেযুক্ত হন ও তাদের অফিসেই বসবাসের ব্যবস্থা স্থির করেছিলেন।

১৯১৭ সালে রুশ দেশের বিপ্লবে গোটা পৃথিবীর সাথে আমাদের দেশেও আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল। এই বিপ্লবের কথা জানার পর থেকেই কমরেড মুজফ্‌ফর আহমদ ভারতের বুকে কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলার কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। ভরা যৌবনের দৃঢ়তার সঙ্গে যা শুরু করেছিলেন তা পাঁচ দশকেরও বেশি সময় ধরে চলেছিল। এক সময়ে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ খবর পান ১৯২০ সালের ১৭ই অক্টোবরে উজবেকিস্তানের রাজধানী তাসখন্দে এম এন রায়ের নেতৃত্বে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হয়েছে। ঐ সময়ে মস্কোতে প্রাচ্যদেশীয় শ্রমিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পড়াশোনা করে একদল ভারতীয় দেশে ফিরে এলে তাদের সাথে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের যোগাযোগ হয়। শওকত উসমানী ও মহম্মদ শফিক ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম। লক্ষ্যণীয় বিষয় হল প্রায় একই সময়ে কমরেড সিঙ্গারাভেলু চেট্টিয়ার ভারতে কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলার কাজে যুক্ত হয়ে যান। এর কিছুটা পরে হলেও ত্রিবাংকুর কোচিনে ই এম এস নাম্বুদিরিপাদ জাতীয় কংগ্রেসের সদস্য থাকা অবস্থাতেই কমিউনিস্ট পার্টির সাথে যুক্ত হয়েছিলেন। সে যুগে ভারতে বিপ্লবীদের অনেকেই জাতীয় কংগ্রেসের পতাকার তলায় থেকে স্বাধীনতা সংগ্রামের কাজে নিজেদের যুক্ত করতেন। কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের মতো কয়েকজন যুবক সেই সময় একইসাথে দেশের শ্রমিক – কৃষকদের সংগঠিত করার কাজে নির্দিষ্ট দায়িত্ব নিয়েছিলেন।

কংগ্রেসের অধিবেশনে তারা যে বক্তব্য রাখতেন তাতে শ্রমিক কৃষকের স্বার্থ রক্ষা করার ক্ষেত্রে কিছু প্রস্তাবও উত্থাপন করতেন। উল্লেখ্য ১৯১৯ সালে অমৃতসরে জালিয়ানওয়ালাবাগে হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে কলকাতায় যে বড় সভা ও মিছিল হয়েছিল তাতে কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ অংশগ্রহণ করেন।

১৯২০ সালের এ কে ফজলুল হক একটি বাংলা দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। কাজী নজরুল ইসলাম ও কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের যুগ্ম সম্পাদনায় ঐ সান্ধ্য দৈনিক 'নবযুগ' প্রকাশ করা শুরু হয়। যুগ্ম সম্পাদক হলেও পত্রিকায় সম্পাদকীয় প্রবন্ধগুলি প্রধানত তিনিই লিখতেন। এই পত্রিকায় কৃষক সমাজ ও শ্রমিকদের খবর বেশি ছাপা হত। ফজলুল হক সাহেব তাতে খুশিই হতেন।

বলশেভিক বিপ্লবের আতঙ্কে ভারতের ব্রিটিশ সরকার সর্বদা সচেতন ছিল। তারই সুবাদে এদেশে একের পর এক কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মামলা সাজানো হয়েছিল। প্রথম থেকেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারতে কমিউনিস্ট আন্দোলন এবং কমিউনিস্ট পার্টিকে অন্যতম বিপদ হিসাবে চিহ্নিত করেছিল। ১৯২৩-২৪ সালে নর্থ-ওয়েস্ট ফ্রন্টিয়ার এলাকায় 'পেশোয়ার কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মামলা' এবং ১৯২৪ সালে 'কানপুর কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মামলা' দায়ের হয়। ১৯২৮ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে কলকাতায় সারা দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অনেকগুলি গোষ্ঠী একত্রে ওয়ার্কার্স অ্যান্ড পেজেন্টস পার্টি গড়ে তোলে। অল ইন্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসেও তখন কমিউনিস্টদের প্রভাব অনেকটাই বেড়েছে। আসন্ন কমিউনিস্ট বিপ্লবের ভয়ে ব্রিটিশ সরকার প্রমাদ গুনেছিল। এই বিপদ থেকে মুক্তি পেতে তারা ১৯২৯ সালে মিরাট ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করেছিল। ভারতে কমিউনিস্ট আন্দোলনকে ধ্বংস করতে চেয়েই এই মামলা হয়েছিল, কিন্তু এর ফল হল সম্পূর্ণ বিপরীত। এই মামলায় অভিযুক্ত কমিউনিস্ট নেতৃত্ব আদালতের কাঠগড়াকেই পার্টির কাজের প্রচার এবং প্রসারের মঞ্চ হিসাবে ব্যবহার করেন। তারা সিদ্ধান্ত নেন পার্টির পক্ষে কেউ নিজের বক্তব্য আলাদা করে না জানিয়ে সম্মিলিত একটি সাধারণ বক্তব্য তুলে ধরা হবে। সেই বক্তব্যই হবে আদালতের সামনে তাদের জবাব, দেশবাসীর সামনে তাদের কর্মসূচী। গোটা দেশে কমিউনিস্টদের খবর ছড়িয়ে পড়ে।

কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ ছিলেন শ্রমিকশ্রেণির বন্ধু, কৃষক সমাজের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় এবং সমাজ পরিবর্তন ও শোষণ ভিত্তিক রাষ্ট্রব্যবস্থা অবসানের লড়াইতে অংশগ্রহণকারী সমস্ত মানুষের একান্ত সুহৃদ। তিনি প্রবাসে কমিউনিস্ট পার্টির গড়ে ওঠার ইতিহাস সম্পর্কে অর্থাৎ তাসখন্দে যে পার্টি গড়ে উঠেছিল সে সম্পর্কে নানা ধরনের লেখা ও তথ্য সংগ্রহ করার ব্যাপারে বিশেষভাবে উদ্যোগী ছিলেন। সেই অনুযায়ী জাতীয় কংগ্রেসের সভায় আলোচনার পয়েন্টস নির্দিষ্ট করে নিতেন। তিনি সেই সময় বঙ্গ প্রদেশের পিসিসি (প্রভিন্সিয়াল কংগ্রেস কমিটি)'র সদস্য ছিলেন, এআইসিসি(অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটি)'রও সদস্য ছিলেন। কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল থেকে এবং ব্রিটেনের কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের নামে চিঠি আসতো। সেই সব চিঠি তিনি সবসময় পেতেন না, বেশ কিছু পুলিশের গোয়েন্দা বাহিনীর হাতে চলে যেত, আবার কিছু পেতেন। এই কারণে পরে জাহাজে কাজ করা লোকজনের মাধ্যমে চিঠি পাঠানো শুরু হয়েছিল। এই সব উল্লেখ করার কারণ ১৯২৫ সালে কানপুরে অনুষ্ঠিত সম্মেলনের আগে থেকেই মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের কাছে বিদেশ থেকে চিঠিপত্র আসতো, এই তথ্য আজকের দিনে আমাদের মনে রাখতেই হবে। একথাও মনে রাখতে হবে পরাধীন ভারতে কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলার কাজ ভীষণ ঝুঁকিপূর্ণ ছিল।

এহেন ঝোড়ো সময়ে পার্টি সংগঠন গড়ে তোলার পাশাপাশি মার্কসবাদ-লেনিনবাদ আত্মস্থ করে,সেসব চর্চার যে অভ্যাসে তিনি ব্রতী ছিলেন তারই ফলশ্রুতিতে ১৯৩৩ সালে সম্মেলনের মধ্যে দিয়ে ও তার পরে বিভিন্ন পর্যায়ে ভারতের বুকে শ্রমিক আন্দোলন, কৃষক আন্দোলন এবং পরে একটি গঠনতন্ত্রের ভিত্তিতে রাজনৈতিক লক্ষ্য, উদ্দেশ্য সম্পর্কে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ সম্মত দিশা ঠিক করে এদেশে যথার্থ অর্থে কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে উঠেছিল। ভারতে কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে ওঠার ইতিহাস বর্ণনা করার জন্য একথা আমি উল্লেখ করছি না। পরাধীন ভারতে এবং স্বাধীনতার পরে নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে গণসংগঠন, আন্দোলন-সংগ্রাম এবং পার্টির কাজ পরিচালনা করে এগিয়েছে ভারতের তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্টি। ১৯৬২ সালে পার্টির অভ্যন্তরে রাজনৈতিক লাইন সম্পর্কে বিতর্কের ফলাফল হিসাবে পার্টির জাতীয় কাউন্সিল সভা থেকে যে ৩২ জন পদত্যাগ করে বেরিয়ে এসেছিলেন কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদও তাদের অন্যতম ছিলেন। যদিও তিনি তখন বন্দী জীবন যাপন করছিলেন। তারপরে ১৯৬৪ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত সপ্তম পার্টি

কংগ্রেস থেকে পার্টির ভিন্ন পথে যাত্রা শুরু হবে। তখনকার সময়ে সংবাদ মাধ্যমে এবং সরকারের তরফে সেই পার্টিকে বামপন্থী কমিউনিস্ট পার্টি বলা হতো, পরে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) - সিপিআই(এম) নাম হয়। এই পর্বেও কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন, যদিও এক্ষেত্রে অনেকটা সময় জুড়ে কাজ করতে পারেননি, তাকে সরকার কারাগারে বন্দী করে রেখেছিল।

নির্যাতিত, নিপীড়িত যারা শ্রেণী শোষণের জাঁতাকলে পিষ্ট হচ্ছেন তাদের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলাই হবে আমাদের আজকের কাজ। একইসাথে সময়ের বাধ্যবাধকতায় যে ধরণের আন্দোলন সংগ্রাম করা যায় সেভাবেই আন্দোলনে ব্রতী হতে হবে। একদিকে শ্রেণী সংগ্রামকে তীব্র করার লক্ষ্যে, অন্যদিকে বিজেপি'র নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের দ্বারা মানুষে মানুষে যেভাবে নানা বিভাজনের নীতি পরিচালিত হচ্ছে তার বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, ঐক্য, সংহতি গড়ে তোলার লক্ষ্যে আমাদের পথ চলতেই হবে।

কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ পার্টি সংগঠনকে রাজনৈতিকভাবে শক্তিশালী করতে চাইতেন, জনগণের আন্দোলন সংগ্রামকে তীব্র করার লক্ষ্যে। আমাদের তার জন্মদিনে শপথ নেওয়ার প্রয়োজন যেখানেই মানুষ অত্যাচারিত হচ্ছেন, নিপীড়িত হচ্ছেন তাদের পাশে দাঁড়াতে হবে। বিভিন্ন গণসংগঠনের নেতৃত্বে নিজস্ব আন্দোলন গড়ে তোলা আবার একইসাথে যুক্ত আন্দোলনের পথ ধরেও চলা – দুইই আমাদের কর্তব্য। আমাদের সবসময় মনে রাখতে হবে যে, মুজফ্‌ফর সাহেব অনেক ত্যাগ তিতিক্ষার মধ্য দিয়ে যেভাবে পার্টি ও গণসংগঠন গড়ে তুলে জনসংযোগ বৃদ্ধি করে আন্দোলন-সংগ্রাম গড়ে তুলতেন তা বর্তমান প্রজন্মের নেতা নেত্রীদের নতুন পরিবেশে আত্মস্থ করতেই হবে। কেন্দ্রীয় সরকার যেভাবে নতুন শিক্ষানীতি চালু হবার কথা ঘোষণা করেছে তা সাধারণ মানুষের ছেলে মেয়েদের শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করার উদ্দেশ্যে। আবার ঘোষিত শিক্ষানীতি যে পদ্ধতিতে ঘোষিত হয়েছে স্বাধীন ভারতে তা নজিরবিহীন। শিক্ষা ভারতের সংবিধানের যৌথ তালিকাভুক্ত, ইংরেজিতে যাকে 'কনকারেন্ট লিস্ট' বলে। কেন্দ্রীয় সরকারকে রাজ্য সরকারগুলির সাথে আলাপ আলোচনা করেই এব্যাপারে নির্দিষ্ট নীতি প্রণয়ন করবে – এটাই সাংবিধানিক পথনির্দেশ। শিক্ষার মতো একটি বিষয় যা জাতি গঠনের প্রশ্নের সাথে সংশ্লিষ্ট, সেক্ষেত্রে হঠাৎ কারোর মস্তিস্কপ্রসুত কোনকিছুকে কার্যকরী করা যায় না, তিনি যেই হোন না কেন। এতে শিক্ষাবিদদের, শিক্ষা বিষয়ক গবেষকদের মতামত নিতে হয়। আমাদের দেশে এর আগে শিক্ষানীতি বিষয়ক যেসব কমিশনগুলি আগে হয়েছে যেমন স্কুলশিক্ষার ক্ষেত্রে ১৯৫২ সালের মুদালিয়ার কমিশন, ১৯৬৪ সালে সামগ্রিক শিক্ষা বিষয়ক কোঠারি কমিশন এই সব ক্ষেত্রেই কমিশনের সুপারিশগুলি লোকসভায় পেশ করা হয়েছে, এবং সংসদে আলোচনার ভিত্তিতে সংযোজিত, সংশোধিত হয়ে তবে গৃহীত হয়েছে তবে তা রূপায়িত করা হয়েছে। কিন্তু এইবার আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রস্তাবিত শিক্ষানীতিকে সংসদে পেশ না করেই, সংসদের মতামত না নিয়েই – একতরফাভাবে তাকে কার্যকরী হিসাবে ঘোষণা করে দিলেন। এই আচরণ কিসের ইঙ্গিত? এ হল স্বৈরতান্ত্রিক কার্যকলাপ পরিচালনার অশনি সংকেত।

কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের জন্মদিনে আমাদের শপথ নিতে হবে।আমাদের পার্টি কোন নেতার জন্মদিন বা মৃত্যুদিন পালনে সাধারণভাবে কোন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে না। কিন্তু বিশেষ রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ১৯৬৩ সালে তখনকার পার্টির নেতৃত্ব - যারা জেলে বন্দি ছিলেন, বাইরে প্রকাশ্যে এবং আত্মগোপনে কাজ করতেন এমন সবার আলোচনার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত হয়েছিল পার্টির পক্ষ থেকে কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের জন্মদিন পালন করা হবে। এ প্রশ্নে মুজফফর সাহেব নিজে ঘোরতর আপত্তি তুলেছিলেন, কিন্তু তা গ্রাহ্য হয়নি। ১৯৬৩ সালে ৫ আগস্ট কলকাতার রামমোহন হলে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের প্রথম জন্মদিন পালন করা হয়।

বর্তমান সময়ে কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদকে স্মরণে রেখে ধর্মনিরপেক্ষ ভারত রাষ্ট্রের কাঠামোকে রক্ষা করতে, ভারতে বিভিন্ন ধর্ম, বিভিন্ন বর্ণ, বিভিন্ন জাতি এবং বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের ঐক্যের মেলবন্ধনকে দৃঢ় করার লক্ষ্যে পথ চলাই হবে আমাদের আজকের দিনের শপথ।

কাকাবাবুর জীবন থেকে শিক্ষা নিয়ে আজকের চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে হবে

মহম্মদ সেলিম

আমরা কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের, অর্থাৎ কাকাবাবুর জন্মদিন পালন করি ১৯৬৩ সাল থেকে। একজন ব্যক্তিকে স্মরণ করার জন্য আমরা কাকাবাবুর জন্মদিন পালন করি না। জন্মদিন উপলক্ষ্য। লক্ষ্য হলো যে কোনও পরিস্থিতিতে, সেই পরিস্থিতির উপযোগী সংগঠন গড়ে তুলে আন্দোলন-সংগ্রাম পরিচালনায় তাঁর অবদান থেকে শিক্ষা নেওয়া। আজ আমাদের পার্টির সামনে ভিন্ন চ্যালেঞ্জ হাজির হয়েছে। এই সময়ে কমিউনিস্টদের কাকাবাবুর যে কথা বারবার স্মরণ করতে হবে, ''আমাদের পার্টিকে আরও সংহত হতে হবে, পার্টির কায়দা-কানুনের বাঁধনকে আরও মজবুত করতে হবে; পার্টি সভ্যদের জীবন সৈনিকের জীবন, আজকের দিনে পার্টি সভ্যদের মনে এটা যদি একান্ত চিন্তা না হয় তাহলে চারদিকের আক্রমণে পার্টি ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে।''একটি শক্তিশালী পার্টি মানে স্বআরোপিত শৃঙ্খলায় উদ্বুদ্ধ একটি পার্টি।

কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ, কাকাবাবু জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৮৮৯ সালে বর্তমান বাংলাদেশের চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ দ্বীপের মুসাপুর গ্রামে। তবে সন্দ্বীপ দ্বীপ তাঁর জন্মের সময় নোয়াখালি জেলার অন্তর্গত ছিল। ১৯১৩ সালে তিনি কলকাতায় আসেন। যুক্ত হন বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতিতে। তবে সেই সমিতি তখন নিষ্ক্রিয় ছিল। সেই সমিতিকে পুনরুজ্জীবিত করতে কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। ১৯২০ সালের গোড়ায় তিনি স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে, রাজনীতিই হবে তাঁর 'জীবনের পেশা।' যদিও ১৯১৬ থেকেই তিনি রাজনৈতিক সভা, মিছিলে অংশ নিতে শুরু করেছিলেন।

১৯০৫ সালে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ স্বাধীনতা সংগ্রামকে রোধ করতে, বাংলা তথা সারা দেশে সাম্প্রদায়িক বিভাজনের লক্ষ্যে বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনা করেছিল। সেই বঙ্গভঙ্গের চক্রান্তের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন হয়েছিল, তা তরুণ মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন চলাকালীন সময়েই ব্রিটিশ পণ্য বর্জন ও দেশে তৈরি দ্রব্য সামগ্রী ব্যবহারের আন্দোলন শুরু হয়েছিল। বঙ্গভঙ্গের সেই চক্রান্ত সম্পর্কে কাকাবাবু লিখেছেন, ''বঙ্গ ব্যবচ্ছেদ কার্যত হয়ে দাঁড়াল বঙ্গ সংস্কৃতিরও ব্যবচ্ছেদ। তাই বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে এমন প্রচন্ড আন্দোলন শুরু হয়ে গেল যে তাতে সমস্ত ভারতবর্ষ কেঁপে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনও জোরদার হয়ে উঠল উভয় বাঙলায়।''একইসঙ্গে বঙ্গভঙ্গের উদ্যোগের পিছনে কীভাবে সাম্প্রদায়িক বিভাজনের চক্রান্ত লুকিয়ে ছিল, কীভাবে বিভিন্ন স্বার্থান্বেষী অংশ এই

চক্রান্তে উৎসাহিত হয়েছিল, দুই ধর্মের মানুষকে বিভ্রান্ত করতে উঠেপড়ে লেগেছিল, তাও কাকবাবু তুলে ধরেছেন 'আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি' বই-এ। আজ আমাদের রাজ্যেও আমরা দেখছি কীভাবে বাংলাভাগের ইস্যুকে বিজেপি, আরএসএস, তৃণমূল একযোগে মানুষের মধ্যে বিভাজন তৈরির লক্ষ্যে ব্যবহার করতে চাইছে। অথচ রাজ্যে, দেশে কাজের নিদারুণ হাহাকার। শিল্প নেই, কৃষকরা ফসলের দাম পাচ্ছেন না, গ্রামে একশো দিনের কাজের প্রকল্প বন্ধ, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বাড়ছে, দুষ্কৃতীদের তাণ্ডবের সামনে মানুষ অসহায়, পুলিশ, প্রশাসন নিষ্ক্রিয়। এমন সময় বাংলা ভাগের নামে আবার মানুষকে বিভ্রান্ত, বিভক্ত করার খেলায় নেমেছে দেশ এবং রাজ্য সরকারে আসীন দুই দল। এই সময়ে আমাদের দায়িত্ব গরিব, শ্রমজীবী, কৃষক, খেতমজুর, মধ্যবিত্ত সহ সমাজের বিভিন্ন অত্যাচারিত অংশের মানুষের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ তৈরি করা। তাঁদের সংঘবদ্ধ করা। এই শিক্ষাও আমরা কাকাবাবুর জীবন থেকেই পাই।

কাকাবাবু শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তোলার কাজ করেছেন। কৃষক আন্দোলনের সঙ্গেও যুক্ত হয়েছেন। পাশাপাশি তিনি বরাবর তরুণ প্রজন্ম এবং মহিলাদের সংগঠিত করার বিষয়ে নজর দিয়েছেন। তিনি যখন রাজনৈতিক কর্মকান্ডে যুক্ত হচ্ছেন, তখন তিনিও যুবক। কিন্তু তখনও কমিউনিজমের তত্ত্ব, সোভিয়েত বিপ্লবের আদর্শ সম্পর্কে বইপত্র আমাদের দেশে সহজে পাওয়া যেত না। যুব সমাজের মধ্যে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের ধারণা পৌঁছোয়নি। দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে, পুরাতন সমাজ, ধারণাকে ভেঙে উন্নত চেতনা প্রতিষ্ঠা করতে তরুণ প্রজন্ম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। কাকাবাবু তেমনই মনে করতেন। কিন্তু কেমন হবে সেই তরুণ প্রজন্ম? 'গণবাণী' পত্রিকার লেখায় কিংবা সেই সময়কার বিভিন্ন সভায় মুজফফর আহ্‌মদের বক্তব্যে তরুণ প্রজন্ম নিয়ে তাঁর চিন্তার প্রকাশ পাওয়া যায়। তাঁর লেখা, বক্তব্যে কয়েকটি দিকনির্দেশ ছিল স্পষ্ট। তিনি মনে করতেন, 'ধর্মের নামে ভণ্ডামির নিকট যাঁরা দাসখৎ লিখে দিয়েছেন', 'হাজার হাজার বছরের জীর্ণ পুরাতন জিনিসের প্রতি যাদের অনুরাগ' তাঁরা যুবক হতে পারেন না, তাঁরা তরুণ সমাজের অংশ হিসাবে দেশ গড়ে তোলার কাজে ভূমিকা পালনে অনুপযুক্ত। আবার সেই সময়ে যখন দেশে সশস্ত্র সংগ্রামীদের পথ যুব সমাজের একাংশের কাছে স্বাধীনতা অর্জনের পথ বলে বিবেচিত হচ্ছে, সেই সময়ে কাকাবাবু যুব সমাজকে সংগঠিত আন্দোলনে নিয়োজিত হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করেছেন। চেষ্টা করেছেন তাঁদের শ্রমিক, কৃষক সহ মেহনতী মানুষের লড়াইয়ে যুক্ত করতে। আমরা দেখতে পাই তাঁর এই ধারাবাহিক প্রয়াস সফল হয়েছিল। অনেক তরুণ কমিউনিস্ট পার্টিতে যুক্ত হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন সশস্ত্র সংগ্রামীদের বিভিন্ন গ্রুপের সদস্য। অর্থাৎ পার্টি গড়ে তোলার এই পর্যায় থেকেই কাকাবাবু সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মান্ধতা, সমাজের মধ্যে প্রচলিত পিছিয়ে থাকা মানসিকতার বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন, যা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আবার সঠিক রাজনৈতিক পথের দিশা তুলে ধরতে মতাদর্শের প্রচারে কাকাবাবু ছিলেন নিরলস। নারীদের সংগঠিত করার উপর কাকাবাবু খুবই গুরুত্ব দিয়েছেন। আমাদের দেশে ফ্যাসিবাদ বিরোধী আন্দোলনের মধ্য দিয়েই গড়ে উঠেছিল মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি। মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের পরামর্শ, উদ্যোগেই তা হয়েছিল। মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের শিক্ষা ছিল, নারীদের প্রকৃত গণসংগঠন গড়ে তুলতে হলে গরিব মানুষের সঙ্গে তাদের একাত্ম হতে হবে। যেতে হবে বস্তিতে, শ্রমিকদের ঘরে ঘরে, কৃষক রমণীদের মধ্যে। খেটে খাওয়া মহিলারাই হবেন গণ সংগঠনের প্রধান ভিত্তি। আজ আমাদের দেশের সরকার পরিচালনায় আরএসএস চালিকাশক্তি। গত লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পেলেও শরিকদের সাহায্যে সরকার তারা গঠন করেছে। কিন্তু আরএসএস-র তৎপরতা তাতে কমেনি। শিক্ষা সহ সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সঙ্ঘ পরিবার সাম্প্রদায়িক বিভাজনের বীজ রোপণ করার কাজ করে চলেছে। আমাদের রাজ্যেও তৃণমূলের সরকারের সময়ে তাদের শক্তি অনেকগুণ বেড়েছে। ছাত্র, যুব, মহিলা সহ সমাজের প্রতিটি অংশের মধ্যে হিন্দুত্ববাদ ছড়িয়ে দেওয়ার কাজ করছে তারা। সমাজকে পিছনের দিকে নিয়ে যেতে চাইছে তারা। এই সময়ে ধারাবাহিকভাবে তার বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। আর এই ক্ষেত্রে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে মতাদর্শের প্রচার, তার ভিত্তিতে তাদের সংগঠিত করার কাজ আমাদের কর্তব্য। মহিলাদের সংগঠিত করার ক্ষেত্রেও আমাদের কাকাবাবুর দেখানো সেই পথেই এগোতে হবে। সাম্প্রতিককালে কেন্দ্র এবং রাজ্যের সরকার বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পকে নিজেদের সাফল্য হিসাবে প্রচার করে গরিব মানুষকে আন্দোলন বিমুখ করতে চাইছে। অনেক সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প

আমাদের রাজ্যে এবং বিশেষত কেন্দ্রে প্রথম ইউপিএ সরকারের সময়ে দেশে চালু হয়েছে। এগুলি কোনও দলের দান নয়। এটি সরকারের দায়িত্ব। আমরা এই প্রকল্পের কোনদিনই বিরোধী নই। আমাদের দায়িত্ব গরিব, মধ্যবিত্ত সহ শোষিত সব মহিলাদের সাম্প্রদায়িকতা, কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক নীতির বিরুদ্ধে সংগঠিত করা।

আমরা দেখি একদিকে কাকাবাবু যখন কৃষক এবং শ্রমিকদের মধ্যে প্রতিনিয়ত যোগাযোগ রাখছেন, তাঁদের মধ্যে প্রচার করছেন, সেই সময়েই বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গেও সম্পর্ক গড়ে তুলছেন। তিনি নিজে ছিলেন সাংবাদিক এবং সাহিত্যিক। জীবনচর্চার মতো কাকাবাবুর গদ্য ছিল সহজ সরল কিন্তু আকর্ষণীয়। কাকাবাবুর গদ্য সম্পর্কে শিবরাম চক্রবর্তীর প্রতিক্রিয়া ছিল, ‘‘গণবাণীর ওঁর গদ্যরচনায় আমি যেমন চমৎকৃত তেমনি বিমুগ্ধ হয়েছিলাম। সে কথা তাঁকে তখনি আমি জানাতে দ্বিধা করিনি। এমন আশ্চর্য গদ্য তখনকার বাংলা সাহিত্যে আর দেখা যায়নি।’’ আসলে সঙ্কটের চরিত্র সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা না থাকলে, কী বলতে এবং করতে চাই আর কাদের জন্য সেই বলা এবং কাজ, তা স্পষ্ট না থাকলে এমন গদ্য লেখা যায় না। প্রশ্নটি যতটা গদ্যরচনার, তার চেয়েও বেশি রাজনীতির, মতাদর্শ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণার। যার ভিত্তিতে বাস্তব পরিস্থিতি বিচার করে সেই অনুসারে দায়িত্ব পালন করা, নীতি এবং কৌশল নির্ধারণ করার কাজ করতে হয়। এই প্রশ্নে বারবার লড়াইয়ে নেতৃত্ব দিয়েছেন মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ। বিভিন্ন বিচ্যুতি থেকে পার্টিকে রক্ষার জন্য সংগ্রাম করেছেন।

একজন কমিউনিস্ট কর্মী হিসাবে কাকাবাবু কংগ্রেসের মধ্যে থেকে স্বাধীনতা আন্দোলন সংগঠিত করেছেন। আবার কংগ্রেসকে সংগ্রামী পথে পরিচালিত করার জন্যও সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছেন। স্বাধীনতা আন্দোলনে ‘পূর্ণ স্বরাজ’র দাবি প্রথম তুলেছিল কমিউনিস্টরাই। কাকাবাবুর সেক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। সেই কারণে ব্রিটিশ পুলিশের কড়া নজরদারির মধ্যে থেকেই তাঁকে কাজ করতে হয়েছে। মূলত কমিউনিস্টদের রুখতে ১৯২১ সালে পেশোয়ার, ১৯২৪ সালে কানপুর এবং ১৯২৯ সালে মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কৌশলের অংশ। কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় অন্যতম আসামী সাব্যস্ত হয়েছিলেন। কাঠগড়া থেকে তাঁর বিবৃতিতে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ ‘আমি একজন বিপ্লবী কমিউনিস্ট’ বলে নিজের পরিচয় দিয়ে স্পষ্ট নিজেদের লক্ষ্যের কথা তুলে ধরেন। কমিউনিস্টরা লক্ষ্য গোপন করে না, কাকাবাবুর জীবন সেই প্রশ্নেও এক শিক্ষা।

ভারতে যাঁরা কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছিলেন, কাকাবাবু তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য। ১৯২০ সালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে ওঠে। তা ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে নতুন এক উপাদান যুক্ত করে। সেদিন সেই নতুন পার্টি, নয়া পথ নতুন দাবিও উত্থাপন করেছিল। স্বাধীনতাই অন্তিম লক্ষ্য নয়, তারপর স্বাধীন দেশ কেমন হবে, তার অর্থনীতি, রাষ্ট্রকাঠামো কেমন হবে, সেসব নিয়েও কাকাবাবু লিখে গেছেন। আবার তা করেও দেখিয়েছেন। ১৯২৬ সালের সেপ্টেম্বরে ‘গণবাণী’ পত্রিকায় তিনি সেই লক্ষ্যগুলির কথা তুলে ধরেছিলেন। তার মধ্যে ছিল সর্বজনীন ভোটাধিকার, জমিদারী উচ্ছেদ, শ্রমিকের মজুরির হার ও কাজের সময়, সামাজিক কুপ্রথাগুলির অবসান, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা, প্রেস ও বক্তব্যের স্বাধীনতা, নারী পুরুষের সমানাধিকার, সাধারণের হিতকারী সব ব্যবস্থার মালিকানার সামাজিকীকরণ। স্বাধীন ভারত কেমন হওয়া উচিত তা নিয়ে তখন এগুলিই ছিল কমিউনিস্টদের বক্তব্য। আজও সেই দাবিগুলি সমানভাবেই প্রাসঙ্গিক। শুধু প্রাসঙ্গিকই নয়, স্বাধীনতার ৭৭ বছর পর এর সবকটিই এখন বিপন্ন। দেশের সংবিধান, ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ আক্রান্ত। অথচ এগুলি ছাড়া গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। আর গণতন্ত্র যখন বিপন্ন, তখনই সাম্প্রদায়িক শক্তি মাথাচাড়া দিয়ে ওঠার সুযোগ পায়।

কাকাবাবু তাঁর জন্মদিন পালনের এই উদ্যোগের বিরোধী ছিলেন। কিন্তু নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে বামপন্থী কর্মীদের মত তিনি মেনে নেন। দেশের কমিউনিস্ট আন্দোলন তখন এক সঙ্কটে ছিল। শাসক দল এবং শোষণকারী শ্রেণীগুলিও তখন কমিউনিস্ট কর্মীদের বড় অংশের উপর আক্রমণ নামিয়ে এনেছিল। অনেক বামপন্থী নেতা, কর্মী তখন জেলে। সেই সময়ে বামপন্থী কর্মীদের মতাদর্শগতভাবে সংগঠিত করতে কাকাবাবুর জন্মদিন পালনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। রামমোহন লাইব্রেরি হলে সেবার কাকাবাবুর জন্মদিন পালন হয়। আজ রাজ্য তথা দেশের কমিউনিস্ট আন্দোলন কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি। এই সময়ে বামপন্থার পুনর্জাগরণের লক্ষ্যে কাকাবাবুর জীবন থেকে শিক্ষা নিয়েই আমাদের এগোতে হবে।

মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ

এক বিপ্লবী কমিউনিস্ট

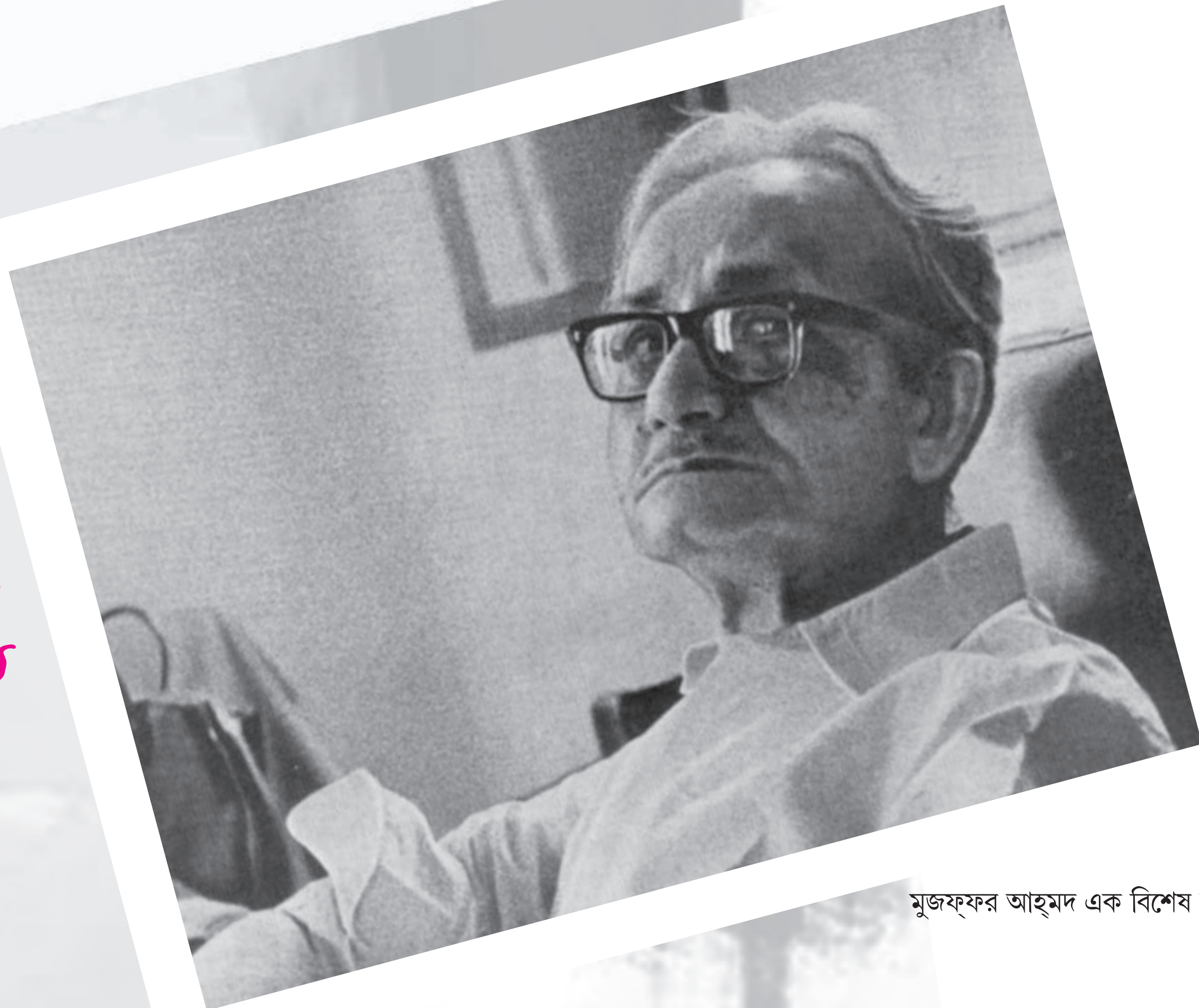

মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ এক বিশেষ মুহূর্তে

এক বিপ্লবী কমিউনিস্ট

১৯৫২ সাল। নদীয়ার মহেশগঞ্জে এক জনসভায় প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। সভা শেষে স্থানীয় পার্টি কমরেডদের সঙ্গে তোলা ছবি।

এক বিপ্লবী কমিউনিস্ট

১৯৫৪ সাল সিপিজিবির তৎকালীন মুখপত্র ডেইলি ওয়ার্কার-এর প্রতিনিধির সাথে সাক্ষাৎকারে কাকাবাবু।

মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ

এক বিপ্লবী কমিউনিস্ট

মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের পরিবারের সদস্যদের মধ্য রয়েছেন বাঁদিক থেকে প্রথম কনজুরুল হক (ভাইপোর ছেলে), দ্বিতীয় মহফুজুর রহমান (ভাইপোর ছেলে), তৃতীয় হাজী খুরশিদ আলম তহশীলদার (সেজো অগ্রজ), চতুর্থ ডাঃ মোক্‌রম হোসেন (ভাইপো), পঞ্চম মফিজুর রহমান (ভাইপো, খুরশিদ আলমের পুত্র), ষষ্ঠ ডাঃ কজাহারুল হক (ভাইপো, কমবুল আহ্‌মদের পুত্র)।

নজরুল ও কাকাবাবু

শ্রমজীবীদের মিছিলের সঙ্গে।

নজরুল জন্মজয়ন্তি অনুষ্ঠানে ভাষণরত মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ। ডান দিক থেকে প্রথম সারিতে রয়েছেন বিচারপতি এস এ মাসুদ, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ।

এক বিপ্লবী কমিউনিস্ট

এক বিপ্লবী কমিউনিস্ট

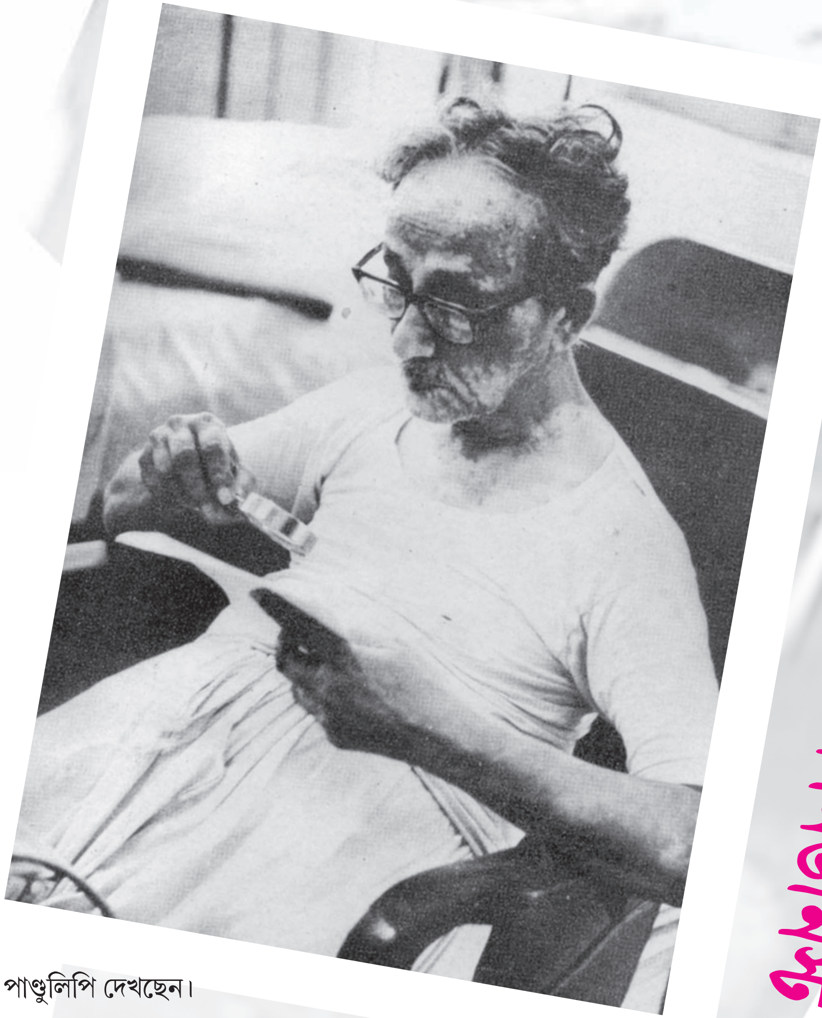

পাণ্ডুলিপি দেখছেন।

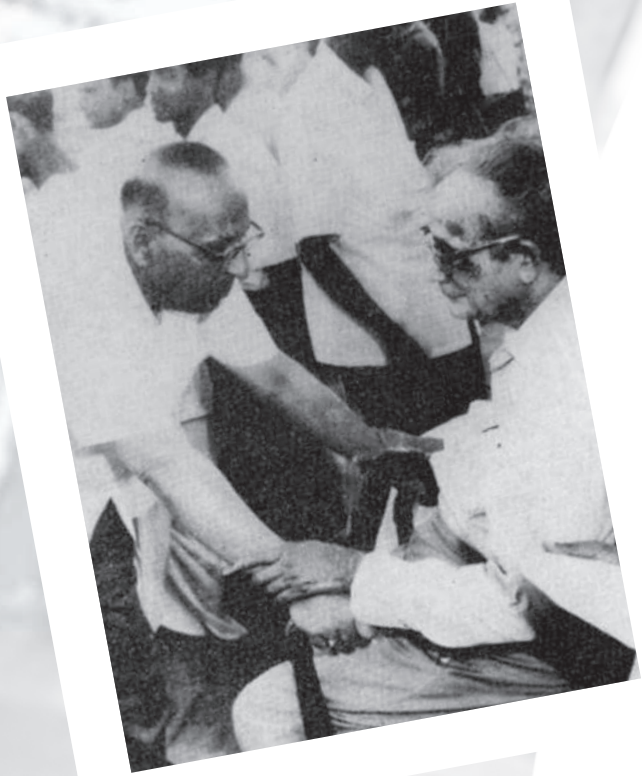

সিপিআই(এম)-র ডাকে ব্রিগেড ময়দানে জনসভায় কমরেড স্নেহাংশু আচার্য ও কাকাবাবু।

এক বিপ্লবী কমিউনিস্ট

অধ্যয়নরত কাকাবাবু

এক বিপ্লবী কমিউনিস্ট

১৯৬৮ সাল। কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)'র বর্ধমান প্লেনামে পার্টির অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সাথে কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ।

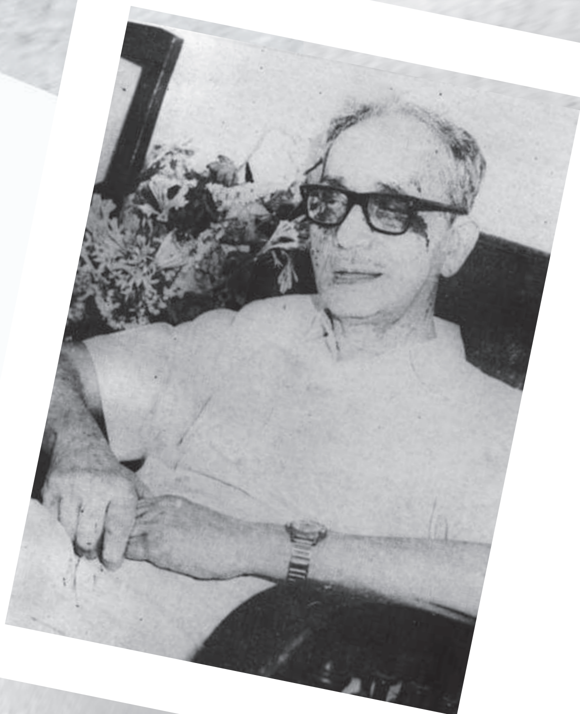

৫ আগস্ট ১৯৭১ জন্মদিনের এক বিশেষ মুহূর্তে।

মুজফ্ফর আহ্‌মদ

এক বিপ্লবী কমিউনিস্ট

১৯৫৪ সাল। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পঃ বঃ রাজ্য কমিটির ষষ্ঠ সম্মেলন উপলক্ষে ময়দানে প্রকাশ্য সমাবেশে সভাপতি মুজফ্ফর আহ্‌মদ। মঞ্চে রয়েছেন সিপিজিবি-র নেতা হ্যারি পলিট, বঙ্কিম মুখার্জি, জ্যোতি বসু, ড. ধীরেন সেন ও জানকীবল্লভ ভট্টাচার্য প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। এই সম্মেলন থেকেই জ্যোতি বসু রাজ্য সম্পাদক হয়েছিলেন।

এক বিপ্লবী কমিউনিস্ট

কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ
ও কমরেড মহাদেব ব্যানার্জি
(সত্তরের দশকের আধা
ফ্যাসিস্ত সন্ত্রাসের শহীদ)।

এক বিপ্লবী কমিউনিস্ট

উপবিষ্টদের মধ্যে বাঁদিক থেকে রুকলানা বেগম (নাতির স্ত্রী), তাজিনুর বেগম (ভ্রাতুষ্পুত্রবধু), আহমদী বেগম (ভ্রাতুষ্পুত্রবধু), আবেরা খাতুন (নাতির স্ত্রী), জাকেরা বেগম (ভ্রাতুষ্পুত্রবধু),মালেকা খাতন (নাতির স্ত্রী)। বাকি সব নাতি-পুতিরা এবং অন্যান্যরা।

এক বিপ্লবী কমিউনিস্ট

১৯৩৮ সালের ডিসেম্বরে চন্দননগরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক দ্বিতীয় সম্মেলন গোপনে অনুষ্ঠিত হয়। এই সময় কমরেড আনন্দ পাল পার্টি নেতা আবদুল হালিম, সরোজ মুখার্জি ও মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের ছবি তোলেন।

মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ

এক বিপ্লবী কর্মযজ্ঞ

১৯৩১ সালে চন্দননগরের গোন্দলপাড়ার এই বাড়িতে শ্রমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এইখানেই গোন্দলপাড়া চটকল শ্রমিক ইউনিয়নের কার্যালয় ছিল। কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ চন্দননগর স্টেশনে নেমে এখানে প্রথম আসেন।

এক বিপ্লবী কমিউনিস্ট

১৯৩৮ সালে চন্দননগরে এই বাড়িতেই বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটির গোপন সম্মেলন হয়েছিল।

এক বিপ্লবী কমিউনিস্ট

১৯৫৭ সালের বিধানসভা নির্বাচনের সময় প্রার্থী ডাঃ নারায়ণ রায় ও অমর বসুর প্রচার সভায় কমরেড মুজফ্ফর আহ্মদ। বক্তব্য রাখছেন কমরেড বঙ্কিম মুখার্জি।

এক বিপ্লবী কমিউনিস্ট

১৯৫৪ সালে কলকাতায় ২৭-৩০ মে, এইআইটিইউসি'র ২৪ তম সম্মেলনের প্রকাশ্য সমাবেশে মনুমেন্ট ময়দানে কাকাবাবু এবং কমরেড অজয় ঘোষ।

এক বিপ্লবী কমিউনিস্ট

৩১ আগস্ট ১৯৬০। সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে খাদ্য আন্দোলনের (১৯৫৯) শহীদদের স্মরণে কমরেড মুজফ্ফর আহ্মদ। এখানে খাদ্য-আন্দোলনের ওপর একটি প্রদর্শনীও অনুষ্ঠিত হয়।

মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ

এক বিপ্লবী কমিউনিস্ট

ন্যাশনাল বুক এজেন্সির রজত জয়ন্তী বর্ষ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ।

এক বিপ্লবী কমিউনিস্ট

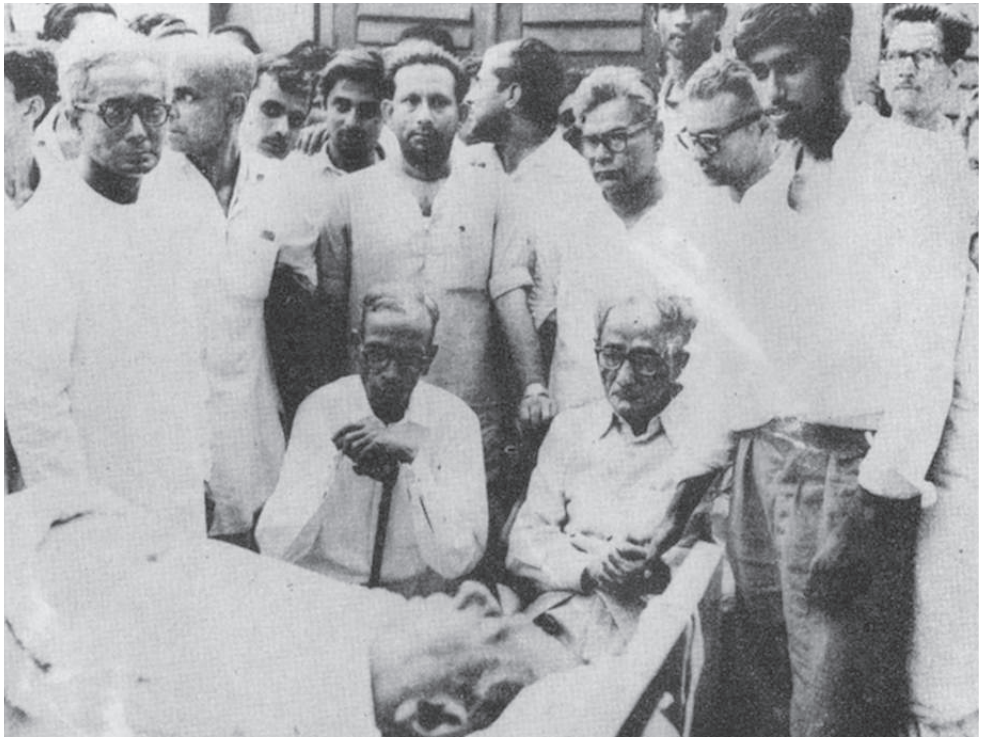

১৯৬৬ সালে কমরেড আবদুল হালিমের মরদেহের সামনে।

এক বিপ্লবী কমিউনিস্ট

জেল থেকে ছাড়া পাবার পর কাকাবাবু ও প্রমোদ দাশগুপ্ত (১৯৫১)

মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ

এক বিপ্লবী কমিউনিস্ট

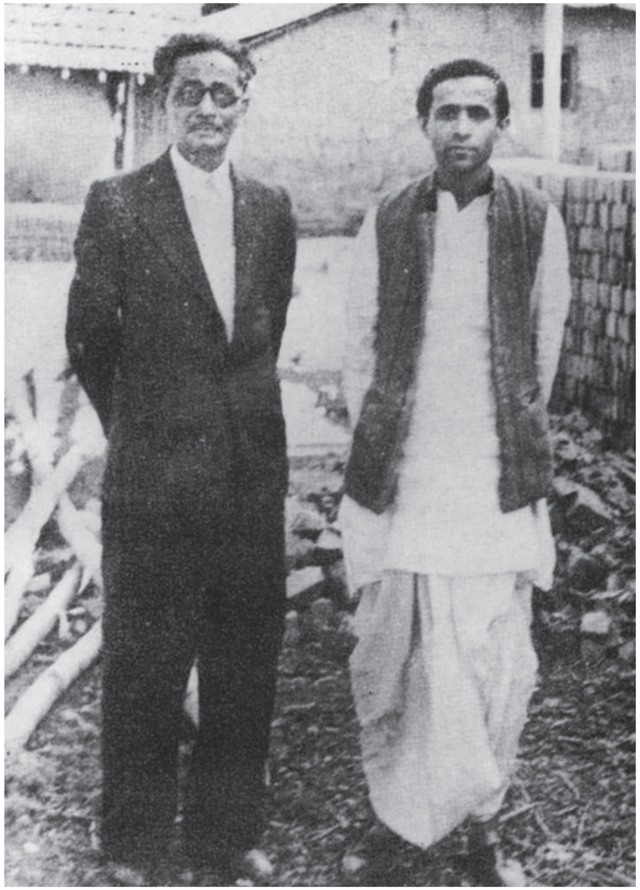

১৯৫২ সাল।
জ্যোতি বসুর
নির্বাচনী কেন্দ্র
বরানগর ঘুরে গেলেন
মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ।

এক বিপ্লবী কমিউনিস্ট

১৯৪৫ সালে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে সংবর্ধিত মুক্ত বন্দিরা। বাঁদিক থেকে নিরঞ্জন সেন, সত্যেন্দ্র মজুমদার, জীবনকৃষ্ণ ধুপী, রমেশ চট্টোপাধ্যায়, কালী দে,বিমল ভট্টাচার্য, মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ। দাঁড়িয়ে বাঁদিক থেকে– সরোজ বসু, সুরেন্দ্র ধর চৌধুরী, প্রভাত মিত্র, দেবপ্রসাদ সেন, ব্রজেন্দ্র সেন, মণি দত্ত, জিতেন চক্রবর্তী, নিরঞ্জন ঘোষাল। (জনযুদ্ধ পত্রিকা, ২৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৫)

এক বিপ্লবী জীবনালেখ্য

১৯৬৯। গারুলিয়া প্লেনামের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্য পার্টি নেতাদের সঙ্গে

এক বিপ্লবী কমিউনিস্ট

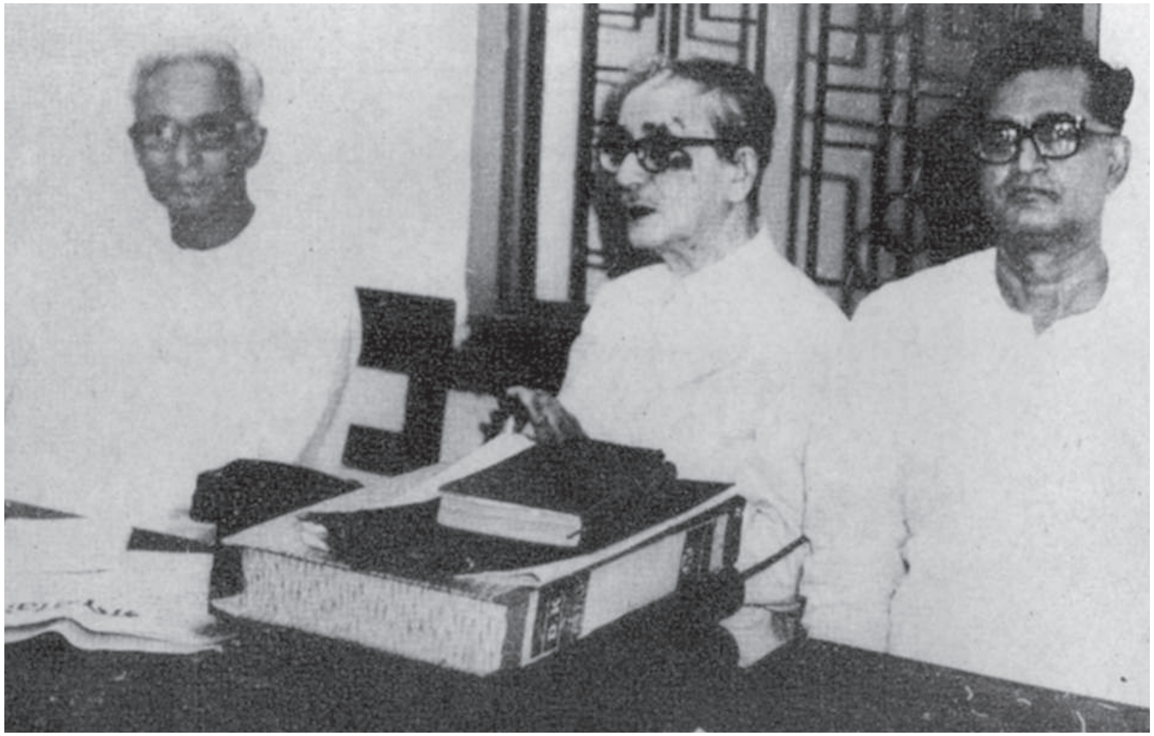

গণশক্তি দপ্তরে কাকাবাবুর সঙ্গে প্রমোদ দাশগুপ্ত ও সরোজ মুখার্জি।

মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ

এক বিপ্লবী কমিউনিস্ট

৬০-এর দশকে রাজ্য পরিষদের অফিসে কাকাবাবুর সঙ্গে প্রমোদ দাশগুপ্ত, নিরঞ্জন সেনগুপ্ত, জ্যোতি বসু প্রমুখ।

মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ

এক বিপ্লবী কমিউনিস্ট

কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের আঁকা ছবি।
ছবিটি এঁকেছেন প্রখ্যাত শিল্পী খালেদ চৌধুরী।

এক বিপ্লবী কমিউনিস্ট

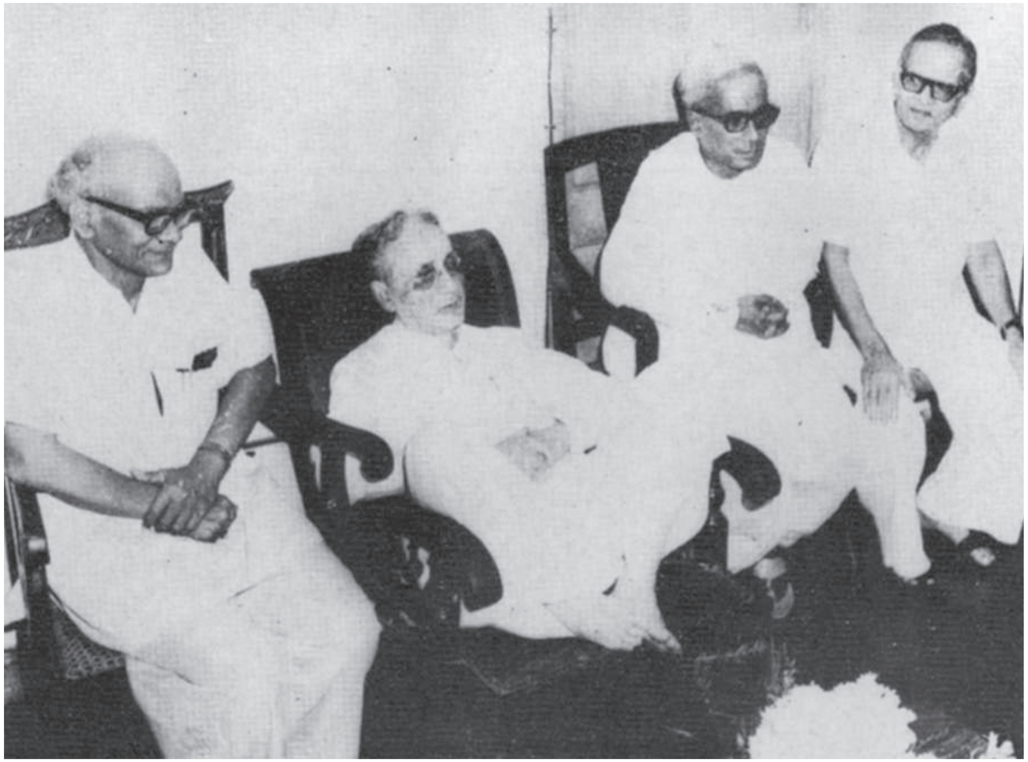

১৯৭০ সাল। কাকাবাবুর জন্মদিনের এক অনুষ্ঠানে পি সুন্দরাইয়া, প্রমোদ দাশগুপ্ত ও বি টি রণদিভের সঙ্গে।

মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ

এক বিপ্লবী কমিউনিস্ট

১৯৬৯ সাল। জন্মদিনে কাকাবাবুকে অধ্যক্ষ বিজয় ব্যানার্জি সংবর্ধনা জানাচ্ছেন।

মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ

এক বিপ্লবী কমিউনিস্ট

কিম্বার নার্সিং হোম। ১৭ ডিসেম্বর ১৯৭৩। সন্ধ্যায় জ্যোতি বসু, বি টি রণদিভে ও হরেকৃষ্ণ কোঙার মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের সঙ্গে দেখা করে গেলেন।

এক বিপ্লবী কমিউনিস্ট

কাকাবাবুকে শেষ শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন জ্যোতি বসু ও অন্যান্যরা।

এক বিপ্লবী কমিউনিস্ট

১৯৬২ সাল।
নির্বাচনের প্রাক্কালে
বেলগাছিয়া কেন্দ্রে
একটি নির্বাচনী
অফিস উদ্বোধনের
অনুষ্ঠানে কাকাবাবু।

সন্দ্বীপের মুসাপুর গ্রামে নিজের ভিটা। এখানে কাকাবাবুর বাল্য জীবন কেটেছিল।

এক বিপ্লবী কমিউনিস্ট

মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ

এক বিপ্লবী কমিউনিস্ট

ফুলে মালায়
শায়িত মরদেহ।

মুজফ্ফর আহ্মদ

এক বিপ্লবী কমিউনিস্ট

৩২, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা। এই বাড়িতেই ছিল বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির দপ্তর। কাজী নজরুল ইসলাম ও কাকাবাবু এখানে কিছুদিন বসবাস করেছিলেন।

এক বিপ্লবী কমিউনিস্ট

১৯২৯ সালে মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা চলাকালীন বিশেষ আদালত প্রাঙ্গণে তোলা ছবি। দাঁড়িয়ে (ডানদিক থেকে দ্বিতীয়) কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ অন্যান্য স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সাথে।

এক বিপ্লবী কমিউনিস্ট

২০ জুন, ১৯৩৮। খাগড়া সুভাষ উদ্যানে তোলা ছবি। মাঝের সারিতে ডান দিক থেকে তৃতীয় স্থানে বসে রয়েছেন মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ।

এক বিপ্লবী কমিউনিস্ট

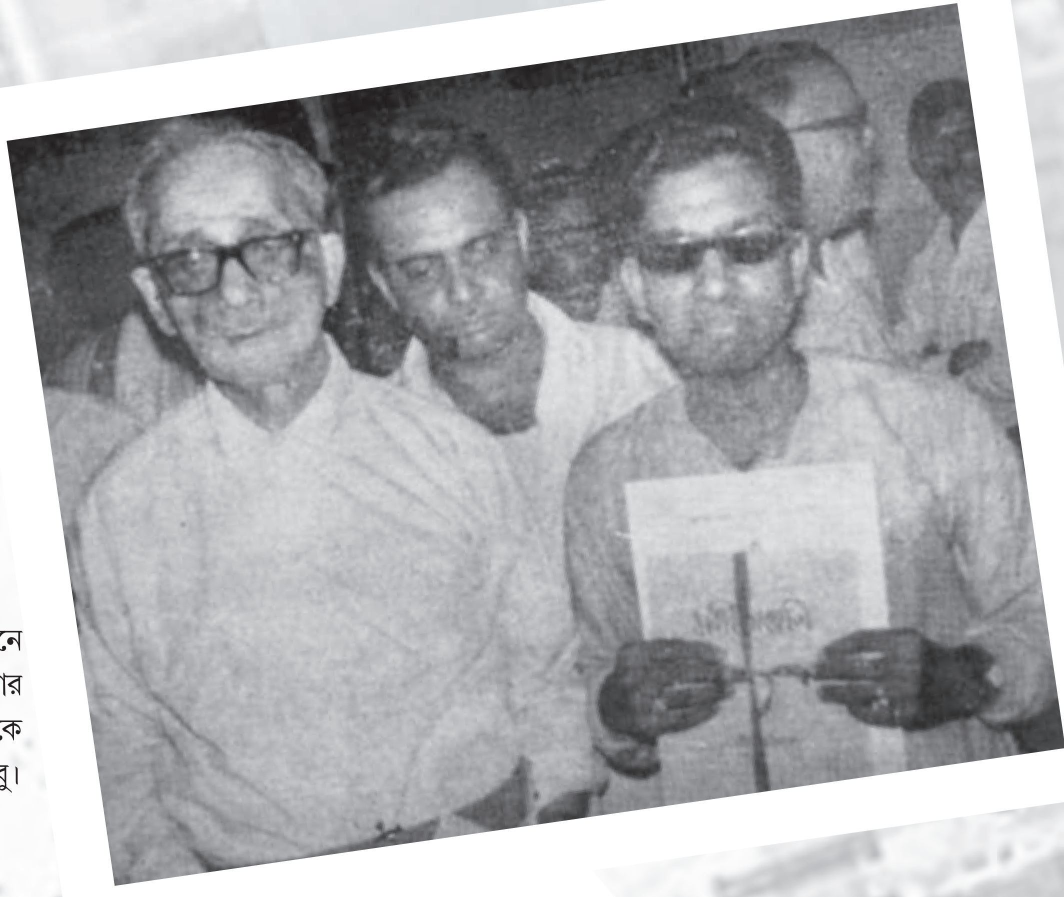

নজরুল জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠানে সঙ্গীত প্রতিযোগিতার পুরস্কার প্রাপক ওয়ালিয়র রহমানকে পুরস্কৃত করছেন কাকাবাবু।

এক বিপ্লবী সান্নিধ্যে

জুন, ১৯৭২ সাল। ঢাকায় জামাতা কাদির সাহেবের বাড়িতে জামাতা, কন্যা ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সাথে।

এক বিপ্লবী জীবনাবসান

১৮ ডিসেম্বর, ১৯৭৩। অন্তিম শয্যায় কাকাবাবু।

এক বিপ্লবী কমিউনিস্ট

১৯৭৩ সালে শহীদ মিনারে কাকাবাবুর স্মরণ সভা।

এক বিপ্লবী কর্মজীবন

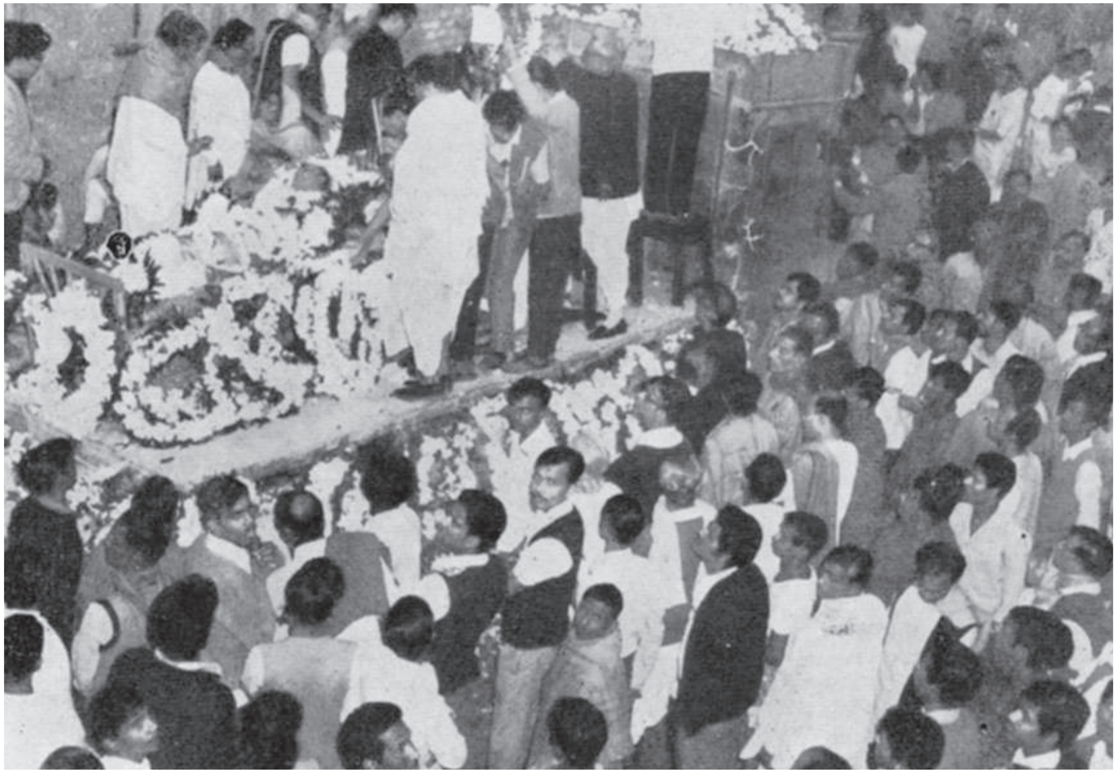

১৮ ডিসেম্বর, ১৯৭৩ কাকাবাবুর শোক মিছিলের একাংশ।

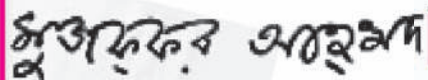

এক বিপ্লবী কমিউনিস্ট

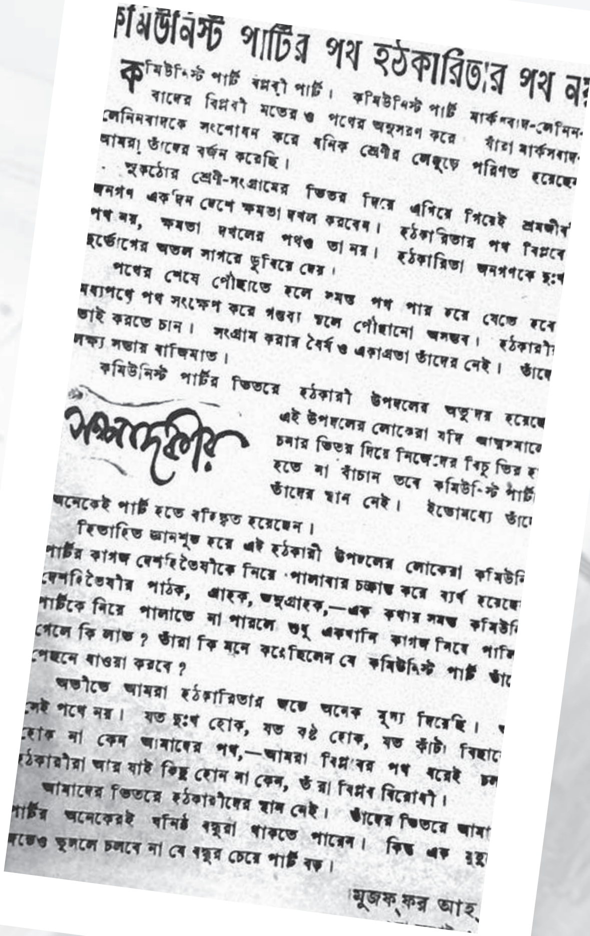

কমিউনিস্ট পার্টির পথ হঠকারিতার পথ নয়

কমিউনিস্ট পার্টি বিপ্লবী পার্টি। কমিউনিস্ট পার্টি মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিপ্লবী মতের ও পথের অনুসরণ করে। যাঁরা মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে সংশোধন করে ধনিক শ্রেণীর লেজুড়ে পরিণত হয়েছেন আমরা তাঁদের বর্জন করেছি।

সুকঠোর শ্রেণী-সংগ্রামের ভিতর দিয়ে এগিয়ে গিয়েই শ্রমজীবী জনগণ একদিন দেশে ক্ষমতা দখল করবেন। হঠকারিতার পথ বিপ্লবের পথ নয়, ক্ষমতা দখলের পথও তা নয়। হঠকারিতা জনগণকে দুঃখ দুর্ভোগের অতল সাগরে ডুবিয়ে দেয়।

পথের শেষে পৌঁছাতে হলে সমস্ত পথ পার হয়ে যেতে হবে মধ্যপথে পথ সংক্ষেপ করে গন্তব্য স্থলে পৌঁছানো অসম্ভব। হঠকারী তাই করতে চান। সংগ্রাম করার ধৈর্য ও একাগ্রতা তাঁদের নেই। তাঁদে লক্ষ্য সস্তায় বাজিমাত।

কমিউনিস্ট পার্টির ভিতরে হঠকারী উপদলের অভ্যুদয় হয়েছে এই উপদলের লোকেরা যদি আত্মসমালো চনার ভিতর দিয়ে নিজেদের কিছু ভিন্ন হ হতে না বাঁচান তবে কমিউনিস্ট পার্টি তাঁদের স্থান নেই। ইতোমধ্যে তাঁদে অনেকেই পার্টি হতে বহিষ্কৃত হয়েছেন।

সম্পাদকীয়

হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে এই হঠকারী উপদলের লোকেরা কমিউনি পার্টির কাগজ দেশহিতৈষীকে নিয়ে পালাবার চক্রান্ত করে ব্যর্থ হয়েছে দেশহিতৈষীর পাঠক, গ্রাহক, অনুগ্রাহক,—এক কথায় সমস্ত কমিউনি পার্টিকে নিয়ে পালাতে না পারলে শুধু একখানি কাগজ নিয়ে পালি গেলে কি লাভ? তাঁরা কি মনে করেছিলেন যে কমিউনিস্ট পার্টি তাঁদে পেছনে ধাওয়া করবে?

অতীতে আমরা হঠকারিতার জন্যে অনেক মূল্য দিয়েছি। সেই পথে নয়। যত দুঃখ হোক, যত কষ্ট হোক, যত কাঁটা বিছানো হোক না কেন আমাদের পথ,—আমরা বিপ্লবের পথ ধরেই চল হঠকারীরা আর যাই কিছু হোন না কেন, তাঁরা বিপ্লব বিরোধী।

আমাদের ভিতরে হঠকারীদের স্থান নেই। তাঁদের ভিতরে আমা পার্টির অনেকেরই ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা থাকতে পারেন। কিন্তু এক মুহূ র্তেও ভুললে চলবে না যে বন্ধুর চেয়ে পার্টি বড়।

মুজফ্ফর আহ্

হঠকারী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে গণশক্তি পত্রিকায় তিনি একটি সম্পাদকীয় নিবন্ধ লিখেছিলেন। তার শিরোনাম ছিল, ‘কমিউনিস্ট পার্টির পথ হঠকারিতার পথ নয়।’ সেখানেই তাঁর লেখার একটি অংশে ‘বন্ধুর চেয়ে পার্টি বড়’ কথাটি আজ প্রবাদ বাক্যে পরিণত হয়েছে।

মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ

এক বিপ্লবী কমিউনিস্ট

১৯৬৮ সাল। বর্ধমানে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনামে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ ও অন্যান্য কমরেডগণ। পিছনের সারিতে বাসবপুন্নাইয়ার পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছেন মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ।

এক বিপ্লবী কমিউনিস্ট

কবির ঠিক পিছনেই দাঁড়িয়ে রয়েছেন মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ।

মুজফ্ফর আহ্‌মদ

এক বিপ্লবী কমিউনিস্ট

১৯৫৯ সাল। বর্ধমানে এক সমাবেশে ভাষণ দিচ্ছেন। মঞ্চে বসে আছেন জ্যোতি বসু।

এক বিপ্লবী কমিউনিস্ট

জাতীয় পরিষদের সভা থেকে ওয়াক আউট করেছিলেন যে বিপ্লবী নেতারা তাঁদের সঙ্গে বসে রয়েছেন মুজফ্ফর আহ্মদ। মুজফ্ফর আহ্মদকে দেখা যাচ্ছে হরেকৃষ্ণ কোঙার ও পি সুন্দরাইয়ার মাঝে।

এক বিপ্লবী কর্মজীবন

১৯৫৮ সাল। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পরিষদের কার্যকরী কমিটির বৈঠকে উপস্থিত সদস্যরা ছবি তুলছেন। বাঁ দিক থেকে তৃতীয় স্থানে রয়েছেন মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ।

মুজফ্ফর আহ্মদ

এক বিপ্লবী কমিউনিস্ট

১৯২২ সালে। ১০/১ ব্রাইট স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০১৯, এই ঠিকানাতেই ছিল ভারত সাম্যতন্ত্র সমিতির সদর দপ্তর। ইংরাজী নাম ইন্ডিয়ান সোশ্যালিস্ট এসোসিয়েশন, যার সম্পাদক ছিলেন কমরেড মুজফ্ফর আহ্মদ।

এক বিপ্লবী কমিউনিস্ট

৩৭, হ্যারিসন রোড, কলকাতা ৭০০০০৯ ঠিকানার এই বাড়িতেই তৈরি হয় ওয়াকার্স এবং পেজেন্টস পার্টি।

এক বিপ্লবী কমিউনিস্ট

৭ মৌলবি লেন, কলকাতা-৭০০০১৬। এই বাড়িতে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের আশ্রয় দিতেন বাড়ির মালিক কুতুবউদ্দীন আহ্মেদ। মুজফ্ফর আহ্মদও এই বাড়িতে ছিলেন। এখানেই গড়ে উঠেছিল ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কলকাতা কমিটি।

মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ

এক বিপ্লবী কমিউনিস্ট

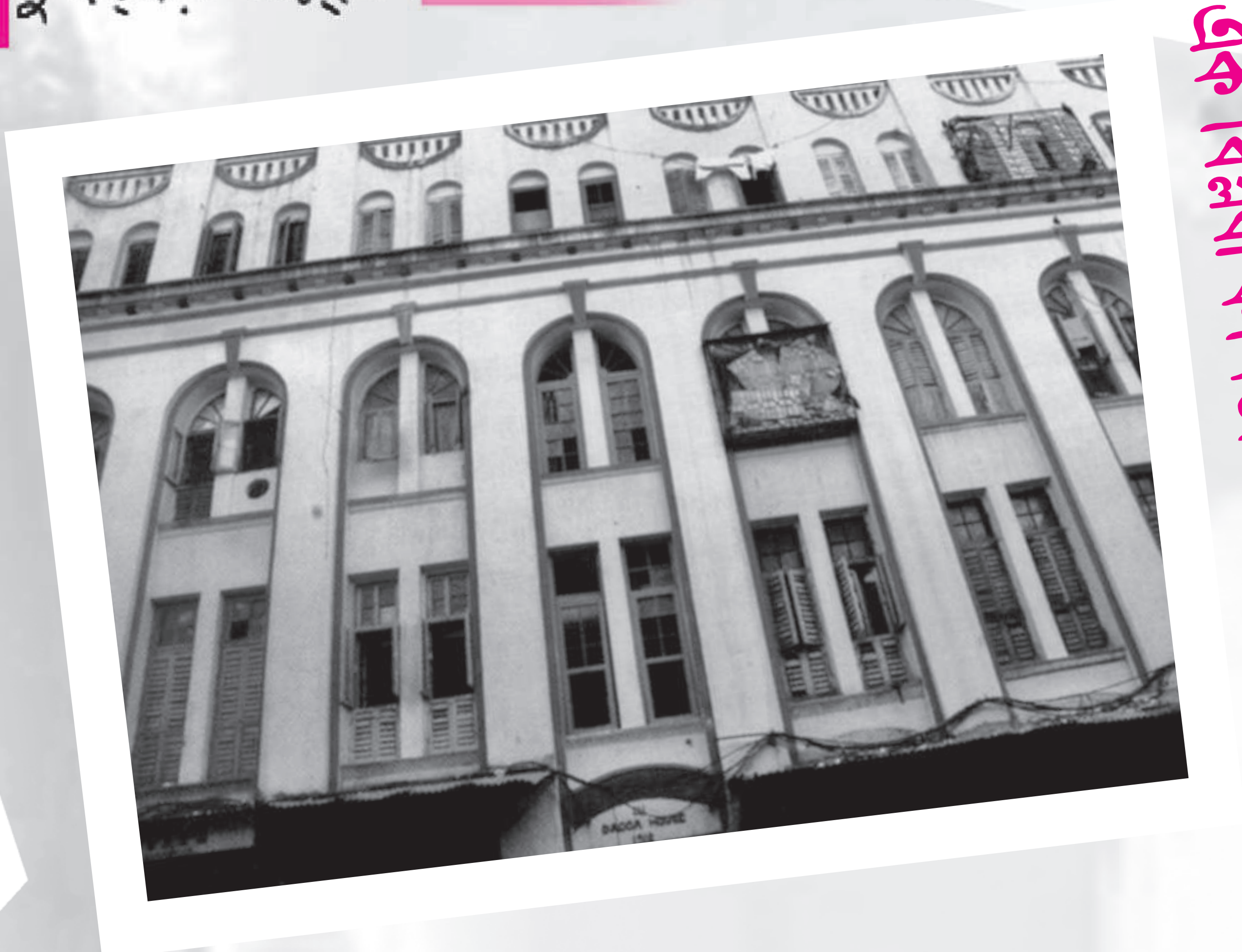

৪১, জ্যাকারিয়া স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০৬০ ঠিকানার এই বাড়িতেই ছিল কমরেড আব্দুল হালিমের আস্তানা। মীরাট জেল থেকে জামিনে মুক্তি পেয়ে কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ উঠেছিলেন এই বাড়িতেই।

মুজফ্ফর আহ্মদ

এক বিপ্লবী কমিউনিস্ট

১৯৩৯ সালের ২৮মে, ১৭ সাগর দত্ত লেনে, কলকাতা-৭০০০১২ ঠিকানার এই বাড়িতে থেকে প্রথম প্রকাশিত হয় 'আগে চলো' পত্রিকা, যার অন্যতম পরিচালক ছিলেন কমরেড মুজফ্ফর আহ্মদ।

এক বিপ্লবী কমিউনিস্ট

১৯৪২ সালে পার্টি আইনী হওয়ার পরে ২৪৯ বহুবাজার স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০১২ ঠিকানায় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম প্রকাশ্য দপ্তর কাজ শুরু করে।

এক বিপ্লবী কার্যালয়

১৯৪৪ সালের ১ অক্টোবর ২৪৯ বহুবাজার স্ট্রীট থেকে পার্টি দপ্তর স্থানান্তরিত ১২৯, লোয়ার সার্কুলার রোডের এই বাড়িতে।

মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ

এক বিপ্লবী কমিউনিস্ট

১৯৪৬-৪৮ সালে ৮ই, ডেকার্স লেন, কলিকাতা-৭০০০৬৯ ঠিকানার এই বাড়ি থেকে পরিচালিত হয়েছিল ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রাদেশিক দপ্তর এবং স্বাধীনতা পত্রিকার কাজ। ছবিটি শিল্পী সুনীল মুন্সীর আঁকা।

মুজফ্ফর আহ্মদ

এক বিপ্লবী কমিউনিস্ট

রেড এইড কিওর হোম প্রতিষ্ঠিত হয় কমরেড মুজফ্ফর আহ্মদের উদ্যোগে ১৯৪৩ সালে। ১২১বি বহুবাজার স্ট্রীট থেকে স্থানান্তরিত হয়েছিল ১০, রডন স্ট্রীটের এই বাড়িতে।

এক বিপ্লবী কমিউনিস্ট

৬৪এ লোয়ার সার্কুলার রোড (আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড) কলকাতা-৭০০০১৬। পার্টি আইনী হওয়ার পর এখানেই কিছুদিনের জন্য অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির দপ্তর ছিল। কাকাবাবুও কিছুদিনের জন্য থেকেছিলেন।

এক বিপ্লবী কমিউনিস্ট

৭৯/৩এ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা-৭০০০১৪। এই বাড়িতেই প্রথম স্থাপিত হয় মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ পাঠাগার। বর্তমানে এটি দীনেশ মজুমদার ভবন।

এক বিপ্লবী কমিউনিস্ট

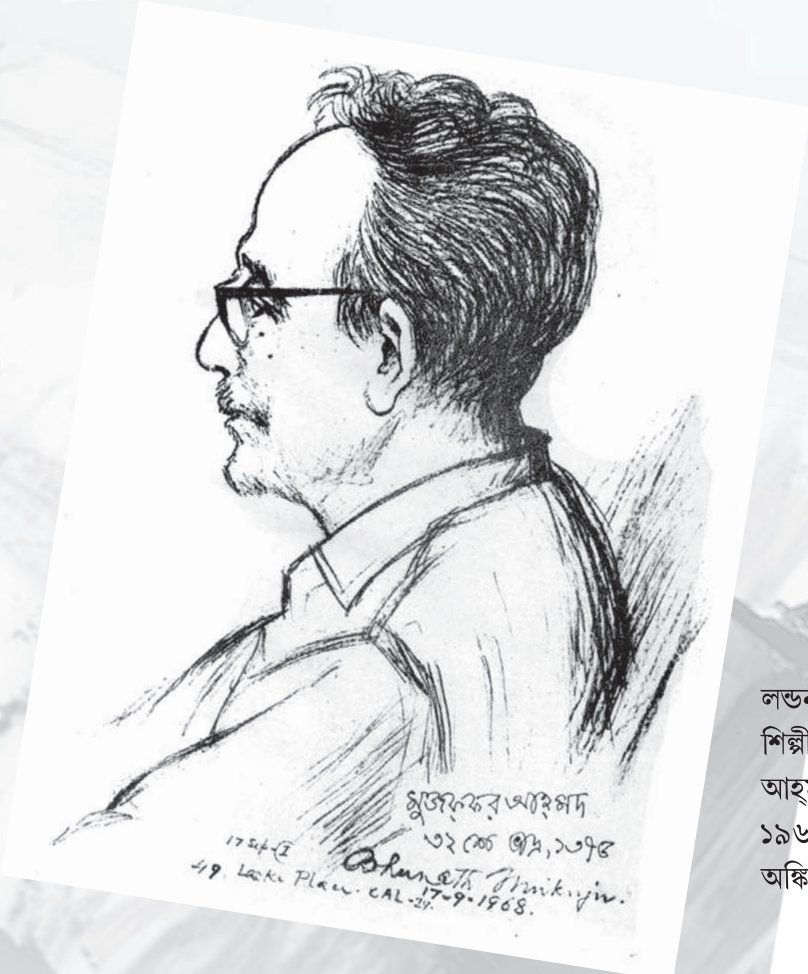

লন্ডনস্থ রয়্যাল অকাদেমি অব আর্টসের বিশিষ্ট শিল্পী ভূনাথ মুখার্জিকৃত কমরেড মুজফ্ফর আহ্মদের একটি স্কেচ।
১৯৬৮ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর স্কেচটি অঙ্কিত হয়েছিল।

মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ

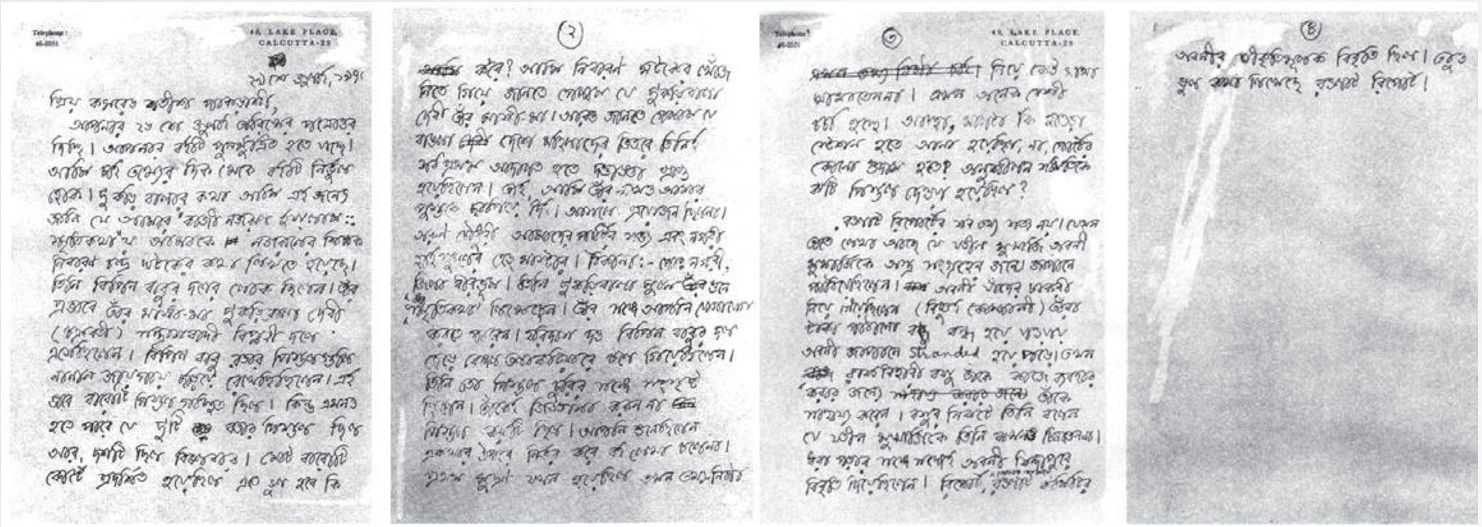

মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ

২৯শে জুলাই, ১৯৭৩

প্রিয় কমরেড সতীশ পাকড়াশী,

আপনার ২৬শে জুলাই তারিখের পত্রোত্তর দিচ্ছি। আপনার বইটি পুনর্মুদ্রিত হতে যাচ্ছে। আমি চাই তথ্যের দিক থেকে বইটি নির্ভুল হোক। দু'কড়ি বালার কথা আমি এই জন্যে জানি যে আমার 'কাজী নজরুল ইসলাম : স্মৃতিকথা'য় আমাকে নজরুলের শিক্ষক নিবারণ চন্দ্র ঘটকের কথা লিখতে হয়েছে। তিনি বিপিনবাবুর দলের লোক ছিলেন। তাঁর প্রভাবে তাঁর মাসীমা দু'কড়িবালা দেবী (চক্রবর্তী) সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী দলে এসেছিলেন। বিপিনবাবু রডার পিস্তলগুলি নানান জায়গায় ছড়িয়ে রেখেছিলেন। এইভাবে বারোটি পিস্তল গচ্ছিত ছিল। কিন্তু এমনও হতে পারে যে দু'টি রডার পিস্তল ছিল আর দশটি ছিল রিভলবার। মোট বারোটি কোর্টে প্রদর্শিত হয়েছিল এতে ভুল হবে কি করে? আমি নিবারণ ঘটকের খোঁজ নিতে গিয়ে জানতে পেলাম যে দু'কড়িবালা দেবী তাঁর মাসীমা। আরও জানতে পেলাম যে বাঙলা দেশে মহিলাদের ভিতরে তিনিই সর্বপ্রথম আদালত হতে দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। তাই, আমি তাঁর নামও আমার পুস্তকে ছড়িয়ে দিই। আসলে প্রয়োজন ছিলো। অরুণ চৌধুরী আমাদের পার্টির সভ্য এবং নগরী হাইস্কুলের হেডমাস্টার। ঠিকানা:-পোঃ নগরী, জিলা বীরভূম। তিনি দু'কড়িবালা মুখে শুনে 'স্মৃতিকথা' লিখেছেন। তাঁর সঙ্গে আপনি ঘোরাফেরা করতে পারেন। হরিদাস দত্ত বিপিন বাবুর দল ছেড়ে বেঙ্গল ভলান্টিয়ারে চলে গিয়েছিলেন। তিনি তো পিস্তল চুরির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তাঁকেই জিজ্ঞাসা করুন না পিস্তল কয়টি ছিল। আপনি শুনেছিলেন একথার উত্তরে নির্ভর করে বই লেখা চলে না। প্রথম মুদ্রণ যখন হয়েছিল তখন তথ্যনিষ্ঠা নিয়ে কেউ মাথা ঘামাতেন না। এখন অনেক বেশী চর্চা হচ্ছে। আস্থা, মালটা কি হাওড়া স্টেশন হতে আনা হয়েছিল, না, পোর্টের কোনো গুদাম হতে? অনুশীলন সমিতিকে কটি পিস্তল দেওয়া হয়েছিল?

রওলাট রিপোর্টের সব তথ্য সত্য নয়। যেমন তাতে লেখা আছে যে যতীন মুখার্জি অবনী মুখার্জিকে অস্ত্র সংগ্রহের জন্যে জাপানে পাঠিয়েছিলেন। অবনী তাঁদের চাকরী নিয়ে গিয়েছিলেন (বিষ্ণুই কোম্পানি) তাঁরা টাকা পাঠানো বন্ধ হয়ে যাওয়ায় অবনী জাপানে stranded হয়ে পড়ে। তখন রাসবিহারী বসু তাঁকে কাজে ব্যবহার করার জন্যে তাঁকে সাহায্য করেন। বসুর নিকটে তিনি বলেন যে যতীন মুখার্জিকে তিনি কখনও চিনতেন না। ধরা পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই অবনী সিঙ্গাপুরে বিবৃতি দিয়েছিলেন। রিপোর্ট লেখার সময়ে রওলাট কমিটির অবনীর স্বীকৃতিমূলক বিবৃতি ছিল। তবুও ভুল কথা লিখেছে রওলাট রিপোর্টে।

মুজফ্ফর আহ্মদ

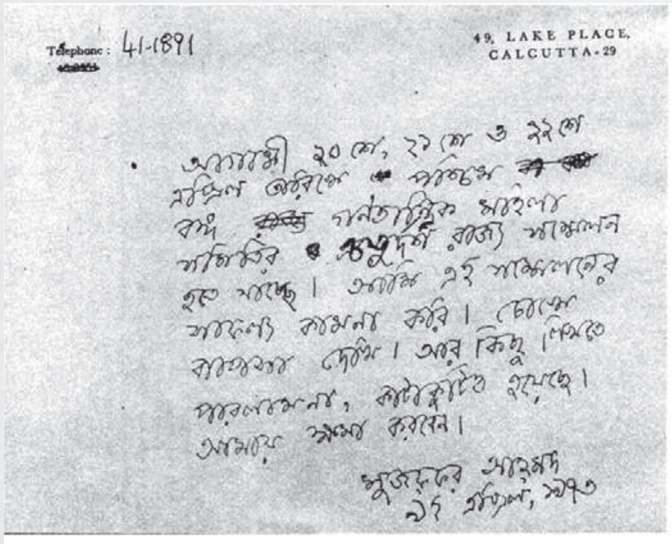

Telephone : 41-1891

49, LAKE PLACE,
CALCUTTA-29

আগামী ২০শে, ২১শে ও ২২শে এপ্রিল তারিখে পশ্চিম বঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির চতুর্দশ রাজ্য সম্মেলন হতে যাচ্ছে। আমি এই সম্মেলনের সাফল্য কামনা করি। চোখে ঝাপসা দেখি। আর কিছু লিখতে পারলাম না, কাটাকুটিও হয়েছে। আমায় ক্ষমা করবেন।

মুজফ্ফর আহ্মদ
৯ই এপ্রিল, ১৯৭৩

আগামী ২০শে, ২১শে ও ২২শে এপ্রিল তারিখে পশ্চিম বঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির চতুর্দশ রাজ্য সম্মেলন হতে যাচ্ছে। আমি এই সম্মেলনের সাফল্য কামনা করি। চোখে ঝাপসা দেখি। আর কিছু লিখতে পারলাম না, কাটাকুটিও হয়েছে। আমায় ক্ষমা করবেন।

মুজফ্ফর আহ্মদ
৯ই এপ্রিল, ১৯৭৩

মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ

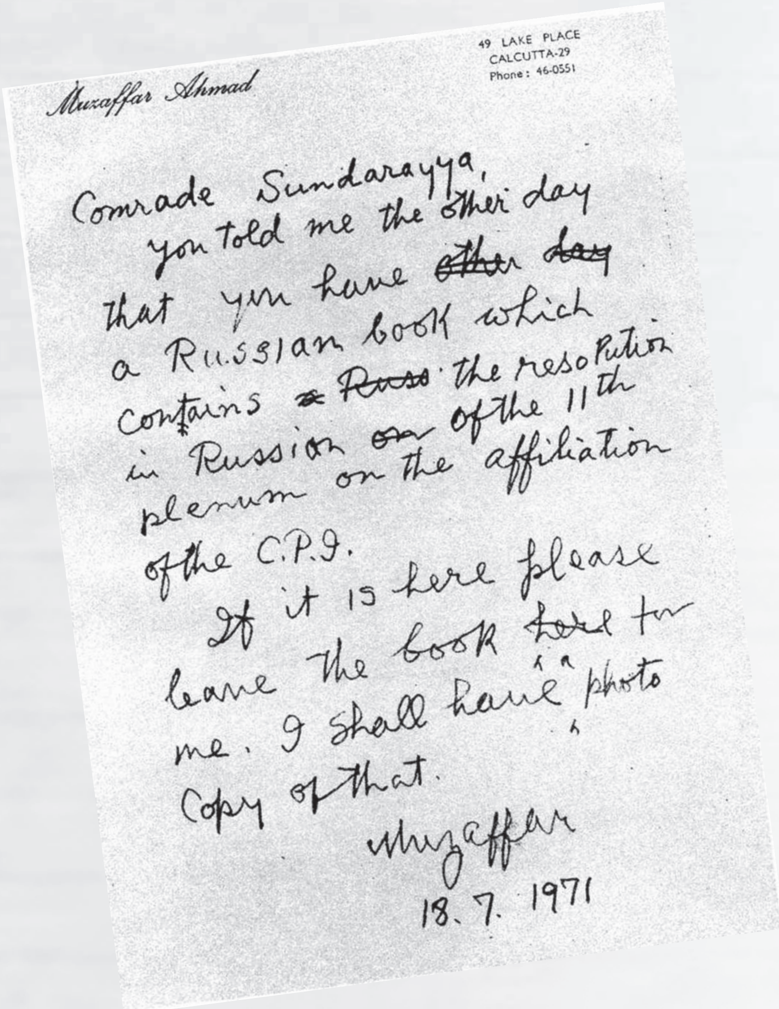

Muzaffar Ahmad

49 LAKE PLACE
CALCUTTA-29
Phone: 46-0551

Comrade Sundarayya,
you told me the other day
that you have ~~other day~~
a Russian book which
contains ~~Russ~~ the resolution
in Russian ~~on~~ of the 11th
plenum on the affiliation
of the C.P.I.
If it is here please
leave the book ~~here~~ for
me. I shall have a photo
copy of that.
Muzaffar
18.7.1971

Comrade Sundarayya,

You told me the other day that you have a Russian book which contains the resolution in Russian of the 11th plenum on the affiliation of the C.P.I.

If it is here please leave the book here for me. I shall have a photo copy of that.

Muzaffar
18.7.1971

মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ

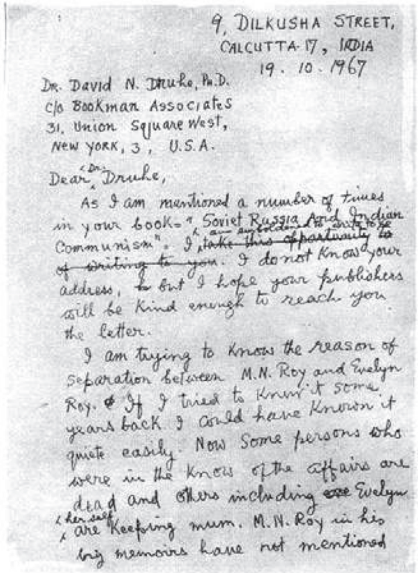

9, DILKUSHA STREET,
CALCUTTA-17, INDIA
19. 10. 1967

Dr. David N. Druhe, Ph.D.
c/o Bookman Associates
31, Union Square West,
New York, 3, U.S.A.

Dear Dr. Druhe,

As I am mentioned a number of times in your book- "Soviet Russia And Indian Communism". I ~~take this opportunity to of writing to you~~. I do not know your address, but I hope your publishers will be kind enough to reach you the letter.

I am trying to know the reason of separation between M.N. Roy and Evelyn Roy. If I tried to know it some years back I could have known it quite easily. Now some persons who were in the know of the affairs are dead and others including Evelyn herself are keeping mum. M.N. Roy in his big memoirs have not mentioned

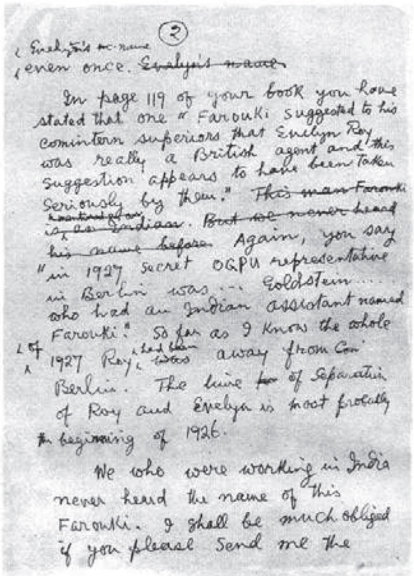

(2)

Evelyn's name even once. ~~Evelyn's name~~

In page 119 of your book you have stated that one "Farouki suggested to his comintern superiors that Evelyn Roy was really a British agent and this suggestion appears to have been taken seriously by them." ~~This man Farouki is an Indian. But we never heard his name before.~~ Again, you say "in 1927 secret OGPU representative in Berlin was ... Goldstein ... who had an Indian assistant named Farouki." So far as I know the whole of 1927 Roy had been away from Berlin. The time of separation of Roy and Evelyn is most probably the beginning of 1926.

We who were working in India never heard the name of this Farouki. I shall be much obliged if you please send me the

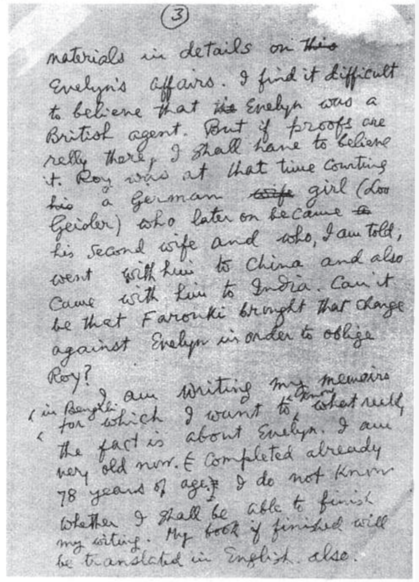

(3)

materials in details on ~~this~~ Evelyn's affairs. I find it difficult to believe that Evelyn was a British agent. But if proofs are really there, I shall have to believe it. Roy was at that time courting a German ~~wife~~ girl (Loo Geisler) who later on became his second wife and who, I am told, went with him to China and also came with him to India. Can it be that Farouki brought that charge against Evelyn in order to oblige Roy?

I am writing my memoirs in Bengali for which I want to know what really the fact is about Evelyn. I am very old now. (Completed already 78 years of age.) I do not know whether I shall be able to finish my writing. My book if finished will be translated in English also.

মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ

9. DILKUSHA STREET,
CALCUTTA-17, INDIA
19.10.1967

Dr. David N. Druhe, Pn.D.
C/o Bookman Associates
31. Union Square West,
New York, 3, U.S.A

Dear Dr. Druhe,

As I am mentioned a number of times in your book – "Soviet Russia And Indian Communism" – I emboldended to write to you. I do not know your address, but I hope your publishers will be kind enough to reach you the letter.

I am trying to know the reason of separation between M.N.Roy and Evelyn Roy. If I tried to know it some years back I could have known it quite easily. Now some persons who were in the know of the affairs are dead and others including Evelyn her self are keeping mum. M.N.Roy in his long memoirs have not mentioned

Evelin's name
even once.

In page 119 of your book you have stated that one "Farouki suggested to his comintern superiors that Enelyn Roy was really a British agent and this suggestion appears to have been taken seriously by them." Again, you say "in 1927 secrit OGPU representative in Berlin was .... Eoldstein ..... who had an Indian assistant named Farouki." So far as I know the whole of 1927 Roy had been away from Berlin. The line of Separation of Roy and Evelya is most probally beginning of 1926.

We who were working in India never heard the name of this Farouki. I shall be much obliged if you please send me the materials in details on Evelyn's affairs. I find it difficult to beliene that Evelyn was a British agent. But if proofs are relly there, I shall have to believe it. Roy was at that time courting a German girl (Loo Geider) who later on became his second wife and who, I am told, went with him to China and also came with him to India. Can it be that Farouki bringht that change against Evelyn is order to oblige Roy?

I am writing my memoirs for which I want to know what really the fact is about Evelyn. I am very old man. Completed already 78 years of ages. I do not known whether I shall be able to finish my writing. My book if finished will be translated in English also.

মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ

Phonogram: Express

Baba Bhagsingh Canadian
Through Harkishan Singh
(Telegraph office) BUNDALA (Jullundur)

You have just completed
one hundred years of your
life. stop I send you
Congratulations ~~over wires~~
and wish you live many years
more

Muzaffar Ahmad

(352)

46-0551 Muzaffar Ahmad
25.9.1971
12-30 AM. 49, Lake Place, Calcutta-29.

<u>Phonogram: Express</u>

Baba Bhagsingh Canadian

Through Harkishan Singh
Telegraph Office
BUNDALA (Jullundur)

You have just completed one hundred years of your lifen stop. I send you congratulation and wish you live many years more.

Muzaffar Ahmad

46-0551.
25.9.1971 Muzaffar Ahmad
12-30 A.M 49, Lake Place, Calcutta-29

18/A Ballygunge Station Road
(Suite No. 1)
Calcutta-19, India
May 18th, 1967

To
Comrade R. Palme Dutt
8, Highfield Court,
Highfield Road,
LONDON N.W. 11
ENGLAND

My dear Comrade,

I am writing to you after a fairly long time, but on an urgent matter. A few years back on my request you wrote to me an important letter in which you explained two points. First, how in your 'Modern India' you hinted at 'decolonization' and how M.N. Roy developed at length a theory of decolonization and wrote his book etc. May be I have not been able to put down the matter here in proper language. Secondly, how after the Sixth World Congress of the C.I. M.N. Roy met and requested you to join International opposition with him, but you refused to do so. You also mentioned in that letter that

(2)

you were first requested by C.I. Executive to draft the Colonial Thesis for the Sixth Congress. But as you were ill you could not comply with the request.

I gathered all these ~~information~~ informations from you to be used in my book of memoirs. Your letter and other important papers containing valuable informations were being preserved by me very carefully. Yet under some untoward circumstances these papers are lost including your letter. I am feeling ashamed of myself to ~~once again~~ request you to write down those facts once more for me. But they are very necessary for my book.

Have you been able to obtain a copy of M.N. Roy's

(3)

Memoirs? If not I can send you a copy without much hardship.

Please let me know how are you faring with your health.

With greetings,
yours fraternally

মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ

18/A, Ballygunge Station Road
(Suite No.1)
Calcutta-19, India
May 18th, 1967.

To
Comrade R. Palme Dutt,
8, Highfield Court,
Highfield Road,
London N.W.11
ENGLAND

My dear Comrade,

I am writing to you after a fairly long time, but on an urgent matter. A few years back on my request you wrote to me an important letter in which you explained two points. First, how in your "Modern India" you hinted at 'decolonisation' and how M.N. Roy developed at length a theory of decolonisation and wrote his book etc. May be I have not been able to put down the matter here in proper language. Secondly how after the Sixty World Congress of the C.I. M.N. Roy met and requested you to join International opposition with him, but you refused to do so. You also mentioned in that letter that you were first requested by C.I. Executive to draft the Colonial Thesis for the Sixth Congress. But as you were ill you could not comply with the request.

I gathered all these informations from you to be used in my book of memoirs. Your letter and other important papers containing valuable informations were being preserved by me very carefully. Yet under some untoward circumstances these papers including your letter are lost. I am feeling ashamed of myself to request you to write down those facts once more for me. But they are very necessary for my book.

Have you been able to obtain a copy of M.N. Roy's memoirs? If not I can send you a copy without much hardship .

Please let me know how are you faring with your health.

With greetings,
Yours fraternally.

মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ

61, KARAYA ROAD
CALCUTTA-19, INDIA

Mr. Robert C. North
Professor of Political Science
Standford University
Palo Alto, Calif., U.S.A.

Dear Professor North,

I last wrote to you from my detention in the Dum-Dum Central Jail. I was released from there on May 63, 1966.

I am now writing to you with a purpose. In page 43 of "M.N. ROY'S MISSION TO CHINA" it is stated that during the first session of the Seventh Enlarged Plenum of the Communist International on November 22, 1926, M.N. Roy as representative of the Communist Party of India had been elected to the Presidium of the Comintern and to the Chinese Commission. I also came across such a reference in your "Soviet Russia and the East". For in your library these two volumes of the report. I badly need a photostat copy of one or two pages of the report where above facts are published. I shall remain ever grateful to you for this help.

As you are interested to know what happened in Tashkent when Indian revolutionaries were there, I quote below a document from a file recently found.

③

Dr. Devendra Kaushik Ph.D. the reader of history in the Kurukshetra University, Kurukshetra, India, did some research work in Tashkent. In the course of his work he studied documents in the Archives of the Central Committee of the Communist Party of Uzbekistan and found the minutes of the foundation meeting of the Communist Party of India. The number of the file where the documents is found is F 60, ed No 724, L. 1-4. I quote the minutes below:

" Formed the Indian Communist Party in Tashkent on Oct. 17, 1920, with the following members:

(1) M.N. Roy
(2) Evelina Trent Roy
(3) A. Mukerjee

④

(4) Rosa Fitingo
(5) Mohd Ali (Ahmed Hasan)
(6) Mohd Shafiq Siddiqui
and (7) Acharya, M. Prativadi Bayankar

" The period of probation for candidate members would be three months.

"Mohd Shafiq is elected Secretary.

"The Indian Communist Party adopts the principles proclaimed by the Third International and undertakes to work out a programme adopted to Indian Conditions.

(Sd) President M. Acharya
(Sd) M.N. Roy Secretary "

⑤

From this document it can seen that the foundation date of the Communist Party of India is the 17th October, 1920. Please get this corroborated by Evelyn Trent and let me know what she says. It may be mentioned here that in 1920 no attempt was made to found a Communist Party inside India.

With best wishes,
Yours Sincerely,

[MUZAFFAR AHMAD]

মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ

61, KARAYA ROAD,
CALCUTTA-19, INDIA

Mr. Robert C. North,
Professor of Political Science,
Standford University,
Palo Alto, Calif, U.S.A.

Dear Professor North,

I last wrote to you from my detention in the Dum-Dum Central Jail. I was released from there on May 6th, 1966.

I am now writing to you with a purpose. In page 43 of "M.N. Roy's MISSION TO CHINA" it is stated that during the first session of the Seventh Enlarged Plenum of the Communist International on November 22, 1926. M.N. Roy as representative of the Communist Party of India had been elected to the Presidum of the Comintern and to the Chinese Commission. I also came across such a reference in your "Soviet Russia and the East". For the base materials of these statements of facts you have referred to 'PUTI MIROVOI REVOLIUTSII', a stenographic report of the Seventh Plenum published in two volumes in Russia in 1927.

Most probably you have in your library these two volumes of the report. I badly need a photostat copy of one or two pages of The report where above facts are published. I shall remain ever grateful to you for this help.

As you are interested to know what happened in Tashkent when Indian revolutionaries were there I quote below a document from a file recently found.

Dr. Devendra Kaushik Ph.D., the reader of history in The Kurukshetra University, Kurukshetra, India, did some research work in Tashkent. In the Course of his work he studied documents in the Archives of the central committee of the Communist Party of Uzbekistan and found the minutes of the foundation meeting of the Communist Party of India. The number of the file where this documents is found is F.60. ed NO.724, L.1-4. I quote the minutes below:

"Formed the Indian Communist Party in Tashkent on Oct.17, 1920, with the following members:

(1) M.N. Roy
(2) Evelina Trent Roy
(3) A. Mukerjee
(4) Rosa Fitingo
(5) Mohd Ali (Ahmed Hasan)
(6) Mohd Shafiq Siddiqui and
(7) Acharya, M. Prativadi Bayankar.

The period of probation for Candidate members would be three months.

"Mohd Shafiq is elected Secretary.

"The Indian Communist Party adopts the principles proclaimed by the Third International and undertakes to work out a programme adopted to Indian Conditions.

(sd) President M. Acharya
(sd) M.N. Roy Secretary"

From this document it can seen that the foundation date of the Communist Party of India to the 17th October, 1920. Please get this Corroborated by Evelyn Trent and kindly let me know what She says. It may be mentioned here that in 1920 no attempt was made to found of Communist Party inside India.

With best wishes,
Yours Sincerely

[**MUZAFFAR AHMAD**

মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ

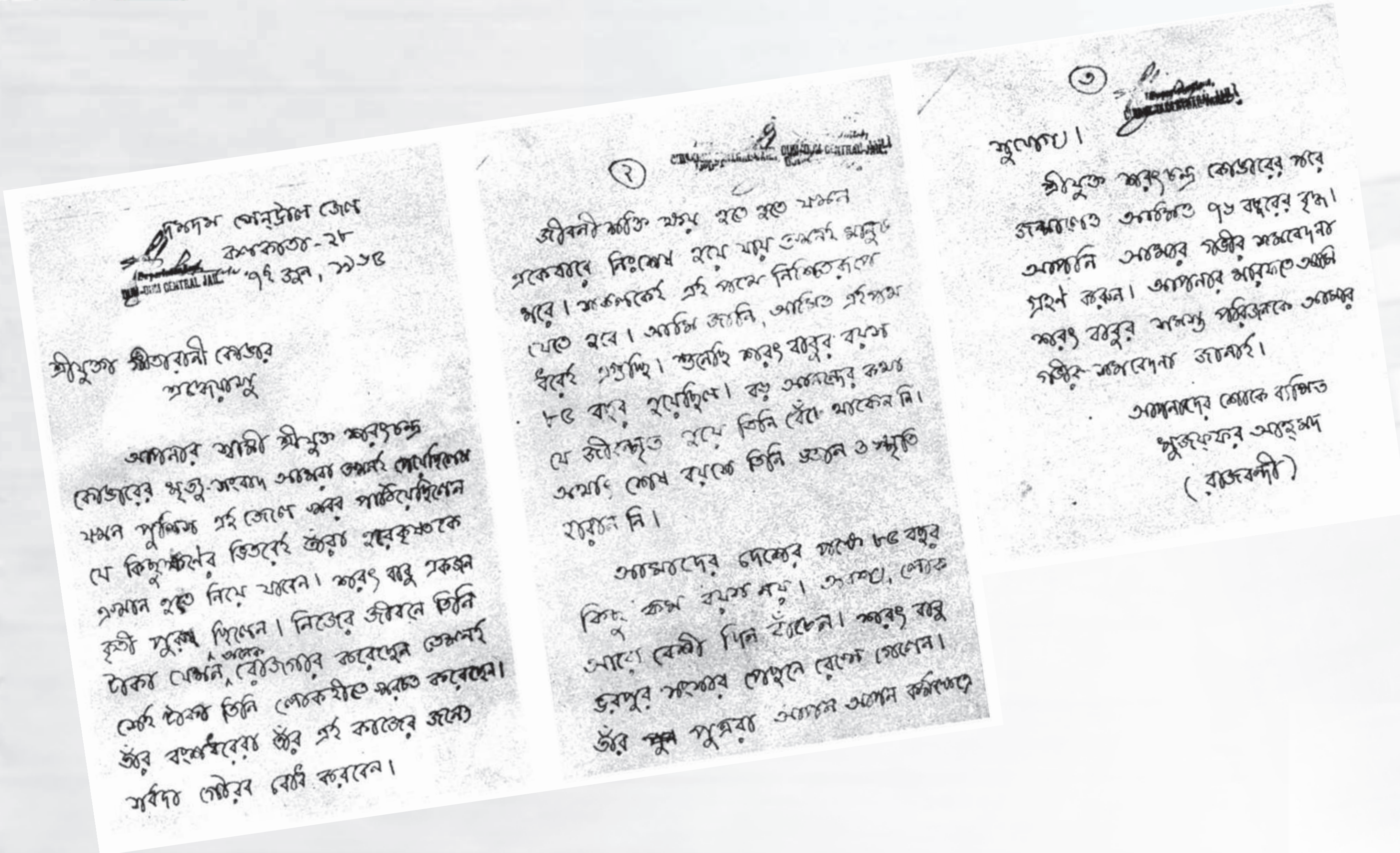

দমদম সেন্ট্রাল জেল
কলকাতা-২৮
৭ই জুন, ১৯৬৪

শ্রীযুক্তা শিবরাণী কোঙার
শ্রদ্ধেয়াসু

আপনার স্বামী শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র কোঙারের মৃত্যু-সংবাদ আমরা তখনই পেয়েছিলাম যখন পুলিশ এই জেলে খবর পাঠিয়েছিলেন যে কিছুক্ষণের ভিতরেই তাঁরা হরেকৃষ্ণকে শ্মশান হতে নিয়ে যাবেন। শরৎ বাবু একজন কৃতী পুরুষ ছিলেন। নিজের জীবনে তিনি টাকা যেমন অনেক রোজগার করেছেন তেমনই সেই টাকা তিনি লোকহিতে খরচ করেছেন। তাঁর বংশধরেরা তাঁর এই কাজের জন্যে সর্বদা গৌরব বোধ করবেন।

(২)

জীবনী শক্তি ক্ষয় হতে হতে যখন একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায় তখনই মানুষ মরে। সকলকেই এই পথে নিশ্চিতরূপে যেতে হবে। আমি জানি, আমিও এই পথ ধরেই এগুচ্ছি। শুনেছি শরৎ বাবুর বয়স ৮৫ বছর হয়েছিল। বড় আনন্দের কথা যে জীবন্মৃত হয়ে তিনি বেঁচে থাকেন নি। অর্থাৎ শেষ বয়সে তিনি চেতন ও স্মৃতি হারান নি।

আমাদের দেশের পক্ষে ৮৫ বছর কিন্তু কম বয়স নয়। অবশ্য, লোক আরো বেশী দিন বাঁচেন। শরৎ বাবু ভরপুর সংসার পেছনে রেখে গেলেন। তাঁর পুত্ররা আপন আপন কর্মক্ষেত্রে

(৩)

সুপ্রতিষ্ঠ।

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র কোঙারের পরে [illegible] আমিও ৭৬ বছরের বৃদ্ধ। আপনি আমার গভীর সমবেদনা গ্রহণ করুন। আপনার মারফতে আমি শরৎ বাবুর সমস্ত পরিজনকে আমার গভীর সমবেদনা জানাই।

আপনাদের শোকে ব্যথিত
মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ
(রাজবন্দী)

মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ

দমদম সেন্ট্রাল জেল
কলকাতা-২৮
৭ই জুন, ১৯৬৪
শ্রীযুক্তা গীতারানী কোঙার

শ্রদ্ধেয়াসু

আপনার স্বামী /শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র কোঙারের মৃত্যুসংবাদ আমরা তখনই পেয়েছিলাম যখন পুলিস এই জেলে খবর পাঠিয়েছিলেন যে কিছুক্ষণের ভিতরেই তাঁরা হরেকৃষ্ণকে এখান হতে নিয়ে যাবেন। শরৎবাবু একজন কৃতী পুরুষ ছিলেন। নিজের জীবনে তিনি টাকা যেমন অনেক রোজগার করেছেন তেমনই সেই টাকা তিনি লোকহীতে খরচও করেছেন। তাঁর বংশধরেরা তাঁর এই কাজের জন্যে সর্বদা গৌরব বোধ করবেন।

জীবনী শক্তি ক্ষয় হতে হতে যখন একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায় তখনই মানুষ মরে। সকলকেই এই পথে নিশ্চিতরূপে যেতে হবে। আমি জানি, আমিও এই পথ ধরেই এগুচ্ছি। শুনেছি শরৎ বাবুর বয়স ৮৫ বছর হয়েছিল। বড় আনন্দের কথা যে জীবন্মৃত হয়ে তিনি বেঁচে থাকেননি। অর্থাৎ শেষ বয়সে তিনি জ্ঞান ও স্মৃতি হারাননি।

আমাদের দেশের মধ্যে ৮৫ বছর কিছু কম বয়স নয়। অবশ্য লোক আরো বেশী দিন বাঁচেন। শরৎ বাবু ভরপুর সংসার পেছনে রেখে গেলেন। তাঁর পুত্ররা আপন আপন কর্মক্ষেত্রে সুযোগ্য।

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র কোঙারের পরে জন্মালেও আমিও ৭৬ বছরের বৃদ্ধ। আপনি আমার গভীর সমবেদনা গ্রহণ করুন। আপনার মারফতে আমি শরৎবাবুর সমস্ত পরিজনকে আমার গভীর সমবেদনা জানাই।

আপনাদের শোকে ব্যথিত
মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ
(রাজবন্দী)

মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ

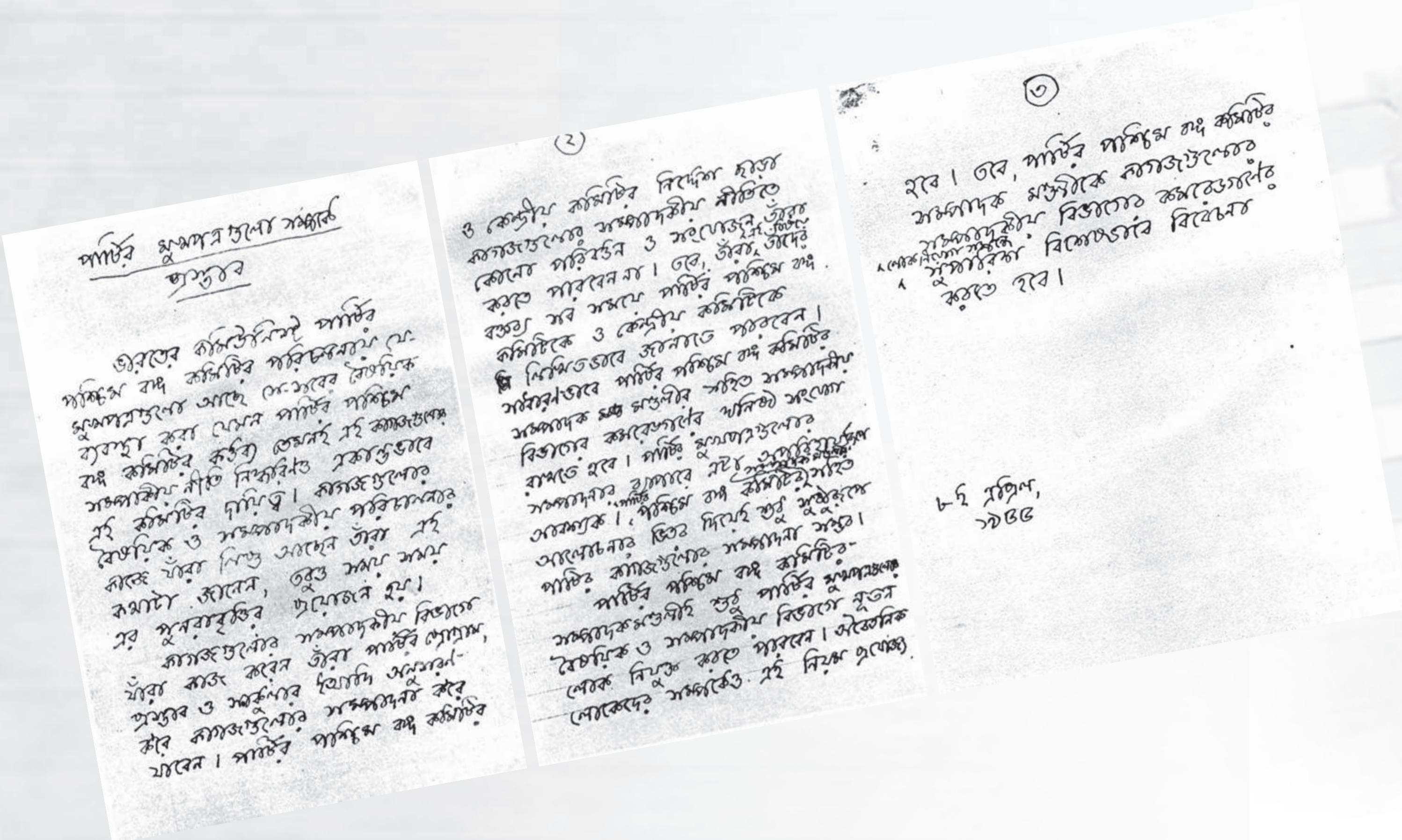

পার্টির মুখপত্রগুলো সম্পর্কে
প্রস্তাব

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পশ্চিম বঙ্গ কমিটির পরিচালনাধীনে যে-মুখপত্রগুলো আছে সে-সবের বৈষয়িক ব্যবস্থা করা যেমন পার্টির পশ্চিম বঙ্গ কমিটির কর্তব্য তেমনই এই কাগজগুলোর সম্পাদকীয় নীতি নির্ধারণও একান্তভাবে এই কমিটির দায়িত্ব। কাগজগুলোর বৈষয়িক ও সম্পাদকীয় পরিচালনার কাজে যাঁরা লিপ্ত আছেন তাঁরা এই কথাটা জানেন, তবুও সময় সময় এর পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন হয়।

কাগজগুলোর সম্পাদকীয় বিভাগে যাঁরা কাজ করেন তাঁরা পার্টির প্রোগ্রাম, প্রস্তাব ও সার্কুলার ইত্যাদি অনুসরণ করে কাগজগুলোর সম্পাদনা করে যাবেন। পার্টির পশ্চিম বঙ্গ কমিটির

(২)

ও কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশ ছাড়া কাগজগুলোর সম্পাদকীয় নীতিতে কোনো পরিবর্তন ও সংযোজন তাঁরা করতে পারবেন না। তবে, তাঁরা তাঁদের বক্তব্য সব সময়ে পার্টির পশ্চিম বঙ্গ কমিটিকে ও কেন্দ্রীয় কমিটিকে লিখিতভাবে জানাতে পারবেন। সর্বাবস্থাতে পার্টির পশ্চিম বঙ্গ কমিটির সম্পাদক মণ্ডলীর সহিত সম্পাদকীয় বিভাগের কমরেডদের ঘনিষ্ঠ সংযোগ রাখতে হবে। পার্টির মুখপত্রগুলোর সম্পাদনার ব্যাপারে এইরূপ [illegible] সহিত আলোচনার ভিতর দিয়েই শুধু সুষ্ঠুরূপে পার্টির কাগজগুলোর সম্পাদনা সম্ভব।

পার্টির পশ্চিম বঙ্গ কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীই শুধু পার্টির মুখপত্রগুলোর বৈষয়িক ও সম্পাদকীয় বিভাগে নূতন লোক নিযুক্ত করতে পারবেন। অবৈতনিক লোকেদের সম্পর্কেও এই নিয়ম প্রযোজ্য

(৩)

হবে। তবে, পার্টির পশ্চিম বঙ্গ কমিটির সম্পাদক মণ্ডলীকে কাগজগুলোর সম্পাদকীয় বিভাগের কমরেডগণের লোক নিয়োগ সম্পর্কে সুপারিশ বিশেষভাবে বিবেচনা করতে হবে।

৮ই এপ্রিল,
১৯৬৬

পার্টির মুখপত্রগুলো সম্পর্কে প্রস্তাব

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পশ্চিম বঙ্গ কমিটির পরিচালনায় যে মুখপত্রগুলো আছে সে-সবের বৈষয়িক ব্যবস্থা করা যেমন পার্টির পশ্চিম বঙ্গ কমিটির কর্ত্তব্য তেমনই এই কাগজগুলোর সম্পাদকীয় নীতি নির্দ্ধারণও একান্তভাবে এই কমিটির দায়িত্ব। কাগজগুলোর বৈষয়িক ও সম্পাদকীয় পরিচালনার কাজে যাঁরা লিপ্ত আছেন তাঁরা এই কথাটা জানেন, তবুও সময় সময় এর পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন হয়।

কাগজগুলোর সম্পাদকীয় বিভাগে যাঁরা কাজ করেন তাঁরা পার্টির প্রোগ্রাম, প্রস্তাব ও সার্কুলার ইত্যাদি অনুসরণ করে কাগজগুলোর সম্পাদনা ক'রে যাবেন। পার্টির পশ্চিম বঙ্গ কমিটির ও কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দ্দেশ ছাড়া কাগজগুলোর সম্পাদকীয় নীতিতে কোনো পরিবর্ত্তন ও সংযোজন তাঁরা করতে পারবেন না। তবে, তাঁরা এই বিষয়ে তাঁদের বক্তব্য সব সময়ে পার্টির পশ্চিম বঙ্গ কমিটিকে ও কেন্দ্রীয় কমিটিকে লিখিতভাবে জানাতে পারবেন। সাধারণভাবে পার্টির পশ্চিম বঙ্গ কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর সহিত সম্পাদকীয় বিভাগের কমরেডগণের ঘনিষ্ঠ সংযোগ রাখতে হবে। পার্টির মুখপত্রগুলোর সম্পাদনার ব্যাপারে এটা অপরিহার্য্যরূপে আবশ্যক। পার্টির পশ্চিম বঙ্গ কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর সহিত আলোচনার ভিতর দিয়েই শুধু সুষ্ঠুরূপে পার্টির কাগজগুলোর সম্পাদনা সম্ভব।

পার্টির পশ্চিম বঙ্গ কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীই শুধু পার্টির মুখপত্রগুলোর বৈষয়িক ও সম্পাদকীয় বিভাগে নূতন লোক নিযুক্ত করতে পারবেন। অবৈতনিক লোকেদের সম্পর্কেও এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে। তবে, পার্টির পশ্চিম বঙ্গ কমিটির সম্পাদক মণ্ডলীকে কাগজগুলোর সম্পাদকীয় বিভাগের কমরেডগণের লোক নিয়োগ সম্বন্ধে সুপারিশ বিশেষভাবে বিবেচনা করতে হবে।

৮ই এপ্রিল, ১৯৫৫

মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ

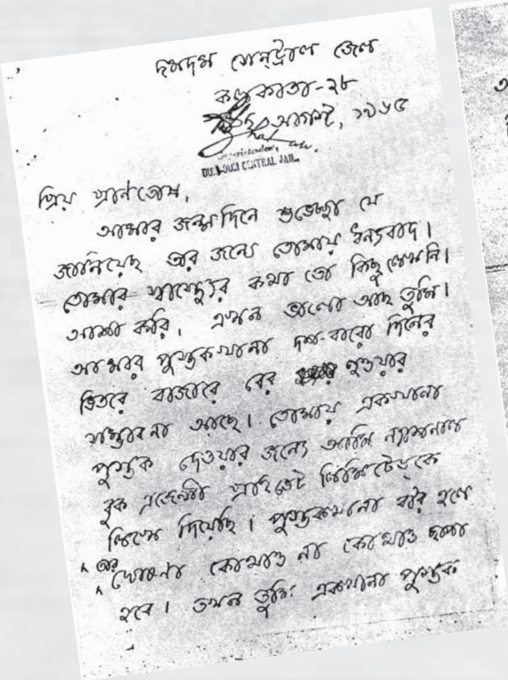

দমদম সেন্ট্রাল জেল
কলকাতা-২৮
আগস্ট, ১৯৬৫

Superintendent, DUM-DUM CENTRAL JAIL

প্রিয় প্রাণতোষ,

আমার জন্মদিনে শুভেচ্ছা যে জানিয়েছ এর জন্যে তোমায় ধন্যবাদ। তোমার স্বাস্থ্যের কথা তো কিছু লেখনি। আশা করি, এখন ভালো আছ তুমি। আমাদের পুস্তকখানা দশ-বারো দিনের ভিতরে বাজারে বের হওয়ার সম্ভাবনা আছে। তোমায় একখানা পুস্তক দেওয়ার জন্যে আমি ন্যাশনাল বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেডকে লিখে দিয়েছি। পুস্তকখানা বার হলে ও খোলা কোথাও না কোথাও জমা হবে। তখন তুমি একখানা পুস্তক

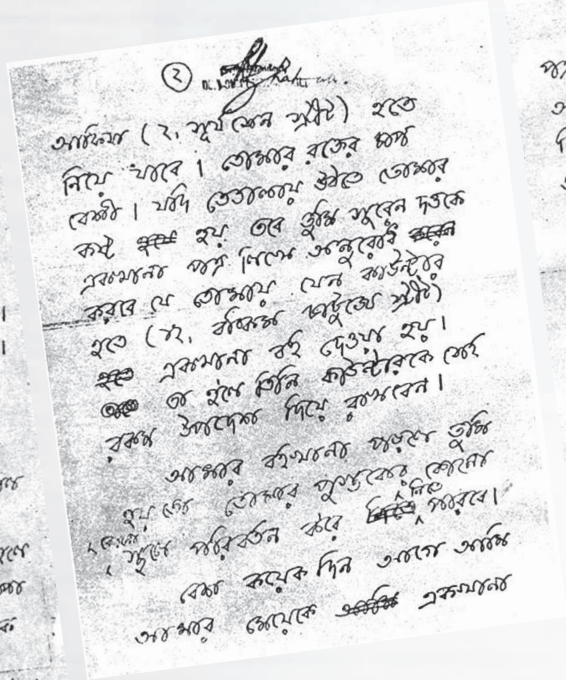

(২)

আফিস (২, সূর্য সেন স্ট্রীট) হতে নিয়ে যাবে। তোমার রক্তের চাপ বেশী। যদি তোমায় উঠতে তোমার কষ্ট হয় তবে তুমি সুরেন দত্তকে একখানা পত্র লিখে অনুরোধ করবে যে তোমায় যেন কাউন্টার হতে (৭২, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট) একখানা বই দেওয়া হয়। ও খুলে তিনি কাউন্টারকে সেই রকম উপদেশ দিয়ে রাখবেন।

আমার বইখানা পড়লে তুমি হয় তো তোমার পুস্তকের কোনো কোনো স্থানে পরিবর্তন করে নিতে পারবে।

বেশ কয়েক দিন আগে আমি আমার মেয়েকে একখানা

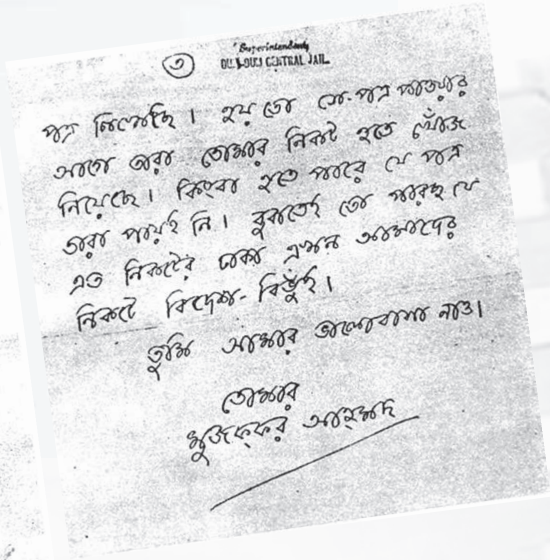

(৩)

Superintendent, DUM-DUM CENTRAL JAIL

পত্র লিখেছি। হয় তো সে-পত্র পাওয়ার আগে ও তোমার নিকট হতে খোঁজ নিয়েছে। কিংবা হতে পারে যে পত্র ও পায়ই নি। বুঝতেই তো পারছ যে এত নিকটের ঢাকা এখন আমাদের নিকটে বিদেশ-বিভুঁই।

তুমি আমার ভালোবাসা নাও।

তোমার
মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ

মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ

দমদম সেন্‌ট্রাল জেল
কলকাতা-২৮
আগস্ট, ১৯৬৫

প্রিয় প্রাণতোষ,

আমার জন্মদিনে শুভেচ্ছা যে জানিয়েছ তার জন্যে তোমায় ধন্যবাদ। তোমার স্বাস্থ্যের কথা তো কিছু লেখনি। আশা করি, এখন ভালো আছ তুমি। আমার পুস্তকখানা দশ-বারো দিনের ভিতরে বাজারে বের হওয়ার সম্ভাবনা আছে। তোমায় একখানা পুস্তক দেওয়ার জন্যে আমি ন্যাশনাল বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেডকে লিখে দিয়েছি। পুস্তকখানা বার হলে তার ঘোষণা কোথাও না কোথাও ছাপা হবে। তখন তুমি একখানা পুস্তক আফিস (২, সূর্য সেন স্ট্রীট) হতে নিয়ে যাবে। তোমার রক্তের চাপ বেশী। যদি তেতালায় উঠতে তোমার কষ্ট হয় তবে তুমি সুরেন দত্তকে একখানা পত্র লিখে অনুরোধ করবে যে তোমায় যেন কাউন্টার হতে (১২, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট) একখানা বই দেওয়া হয়। তা হ'লে তিনি কাউন্টারকে সেই রকম উপদেশ দিয়ে রাখবেন।

আমার বইখানা পড়লে তুমি হয়তো তোমার পুস্তকের কোনো কোনো স্থলে পরিবর্তন ক'রে নিতে পারবে।

বেশ কয়েকদিন আগে আমি আমার মেয়েকে একখানা পত্র লেখেছি। হয়তো সে পত্র পাওয়ার আগে তারা তোমার নিকট হতে খোঁজ নিয়েছে। কিংবা হতে পারে যে পত্র তারা পায়ই নি। বুঝতেই তো পারছ যে এত নিকটের ঢাকা এখন আমাদের নিকটে বিদেশ-বিভুঁই।

তুমি আমার ভালোবাসা নাও।

তোমার
মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ

মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ

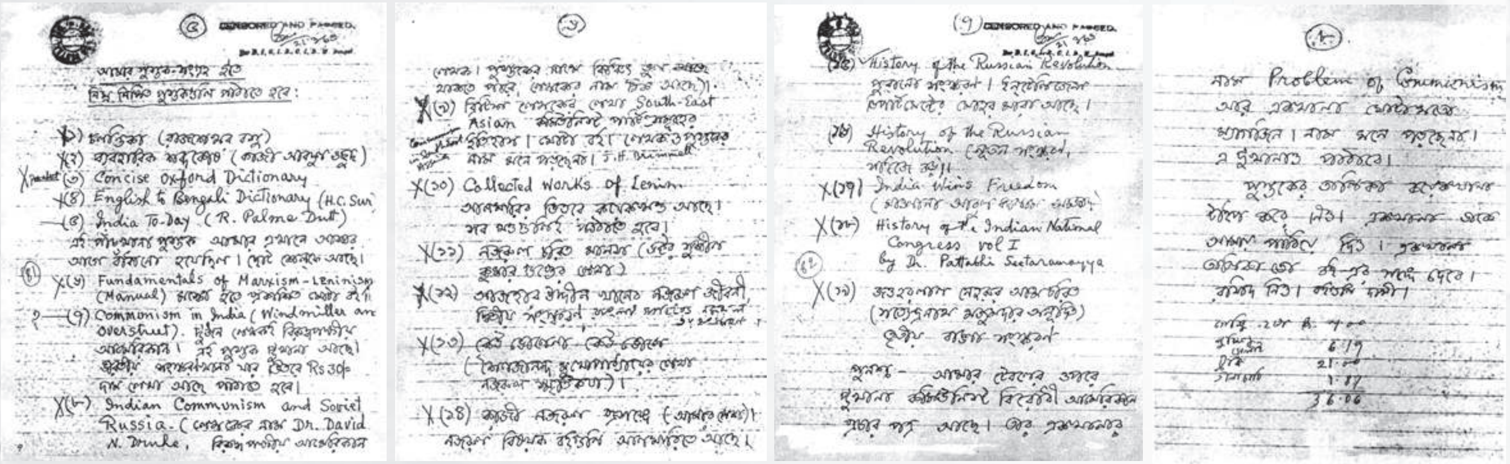

(৫) CENSORED AND PASSED.

আমার পুস্তক-সম্ভার হতে
নিম্ন লিখিত পুস্তকগুলি পাঠাতে হবে:

(১) চলন্তিকা (রাজশেখর বসু)
(২) ব্যবহারিক শব্দকোষ (কাজী আবদুল ওদুদ)
(৩) Concise Oxford Dictionary
(৪) English to Bengali Dictionary (H.C. Sur)
(৫) India To-Day (R. Palme Dutt)
এই পাঁচখানা পুস্তক আমার এখানে অনেক আগে পাঠানো হয়েছিল। সেটা জেলেই আছে।
(৬) Fundamentals of Marxism-Leninism (Manual) মস্কো হতে প্রকাশিত মোটা বই।
(৭) Communism in India (Windmiller and Overstreet). দুজন লেখকই বিশ্ববিদ্যালয়ের আমেরিকান। এই পুস্তক দু'খানা আছে। দ্বিতীয় সংস্করণের যার ভিতরে Rs 30/- দাম লেখা আছে পাঠাতে হবে।
(৮) Indian Communism and Soviet Russia (লেখকের নাম Dr. David N. Druhe, বিশ্ববিদ্যালয়ের আমেরিকান

(৬)

লেখক। পুস্তকের নামে কিছিৎ ভুল থাকতে পারে, লেখকের নাম ঠিক আছে)।
(৯) ব্রিটিশ লেখকের লেখা South-East Asian কমিউনিস্ট পার্টিসমূহের ইতিহাস। মোটা বই। লেখকের ও পুস্তকের নাম মনে পড়ছে না। J.H. Brimmell
(১০) Collected Works of Lenin. আলমারির ভিতরে কয়েকখণ্ড আছে। সব খণ্ডগুলিই পাঠাতে হবে।
(১১) নজরুল চরিত মানস (ডক্টর সুশীল কুমার গুপ্তের লেখা)
(১২) আজহারউদ্দীন খানের নজরুল জীবনী, দ্বিতীয় সংস্করণ [illegible]
(১৩) কেউ ভোলেনা কেউ ভোলে (শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের লেখা নজরুল স্মৃতিকথা)।
(১৪) কাজী নজরুল প্রসঙ্গে (আমার লেখা)। নজরুল বিষয়ক বইগুলি আলমারিতে আছে।

(৭) CENSORED AND PASSED.

(১৫) History of the Russian Revolution পুরানো সংস্করণ। [illegible] আছে।
(১৬) History of the Russian Revolution (নূতন সংস্করণ, [illegible])।
(১৭) India Wins Freedom (মওলানা আবুল কালাম আজাদ)
(১৮) History of the Indian National Congress vol I by Dr. Pattabhi Seetaramayya
(১৯) জওহরলাল নেহরুর আত্মচরিত (সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের অনূদিত) তৃতীয় বাংলা সংস্করণ

পুনশ্চ — আমার টেবিলের উপরে দু'খানা কমিউনিস্ট বিরোধী আমেরিকান প্রচার পত্র আছে। তার একখানার

(৮)

নাম Problem of Communism আর একখানার [illegible] নাম মনে পড়ছে না। এ দু'খানাও পাঠাবে।
পুস্তকের তালিকা [illegible] টাইপ করে নিও। [illegible]

7.00
6.19
21.00
1.87
36.06

মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ

আমার পুস্তক-সংগ্রহ হতে
নিম্ন লিখিত পুস্তকগুলি পাঠাতে হবে :

১। চলন্তিকা (রাজশেখর বসু)

২। ব্যবহারিক শব্দকোষ (কাজী আবদুল ওদুদ)

(৪) English to Bengali Dictionary (H.C. Sur

(৫) India To-Day (R. Palme Dutt)
এই পাঁচখানা পুস্তক আমার এখানে আসার আগে বাঁধানো হয়েছিল। ছোট শেল্‌ফে আছে।

(৬) Fundamentals of Marxism – Leninism (Manual) মস্কো হতে প্রকাশিত মোটা বই।

(৭) Communism in India (Windmiller an overstreet) দু'জন লেখকই বিরুদ্ধপক্ষীয় আমেরিকান। এই পুস্তক দু'খানা আছে। ভাতীয় সংস্করণখানা যার ভিতরে Rs. 30/- দাম লেখা আছে পাঠাতে হবে।

(৮) Indian Communism and Soviet Russia - (লেখকের নাম Dr. David N. Drnhe. বিরুদ্ধ পক্ষীয় আমেরিকান লেখক। পুস্তকের নামে কিঞ্চিৎ ভুল থাকতে পারে। লেখকের নাম ঠিক আছে)।

(৯) ব্রিটিশ লেখকের লেখা South-East Asian (Communist in South East Assian) কমিউনিস্ট পার্টিসমূহের ইতিহাস। মোটা বই। লেখক ও পুস্তকের নাম মনে পড়ছে না। J.H. Brammell

(১০) Collected works of Lenin. আলমারির ভিতরে কয়েকখণ্ড আছে। সব খণ্ডগুলিই পাঠাতে হবে।

(১১) নজরুল চরিত মানস (ডক্টর সুশীল কুমার গুপ্তের লেখা)

(১২) আজাহারউদ্দীন খানের নজরুল জীবনী, দ্বিতীয় সংস্করণ বাংলা সাহিত্যে নজরুল ৩য় সংস্করণ।

(১৩) কেউ ভোলেনা কেউ ভোলে (শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের লেখা নজরুল স্মৃতি কথা)।

(১৪) কাজী নজরুল প্রসঙ্গে (আমার লেখা)। নজরুল বিষয়ক বইগুলি আলমারিতে আছে।

(১৫) History of the Russian Revolution পুরানো সংস্করণ। ইনটেলিজেন্স ডিপার্টমেন্টের মোহর মারা আছে।

(১৬) History of the Russian Revolution (নূতন সংস্করণ, সাইজে বড়)।

(১৭) India Win's Freedom (মাওলানা আবুল কালাম আজাদ)।

(১৮) History of the Indian National Congress vol I by Dr. Pattabhi Seetaramaya

(১৯) জওহরলাল নেহরুর আত্মচরিত (সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার অনূদিত) তৃতীয় বাঙলা সংস্করণ

পুনশ্চ – আমার টেবলের ওপরে দু'খানা কমিউনিস্ট বিরোধী আমেরিকান প্রচার পত্র আছে। তার একখানার নাম Problem of Communism আর একখানা মোটামতো ম্যাগজিন। নাম মনে পড়ছে না। এ দু'খানাও পাঠাবে।

পুস্তকের তালিকা কয়েকখানা টাইপ করে নিও। একখানা ডাকে আমায় পাঠিয়ে দিও। একখানা তালিকা তো বই এর সঙ্গে দেবে। রশিদ নিও। বইগুলি দামী।

গেঞ্জি - ২টা	1.19
লুঙ্গি+সেলাই	6.19
ট্রাক	21.00
তালাচাবি	1.81
	36.06

মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ

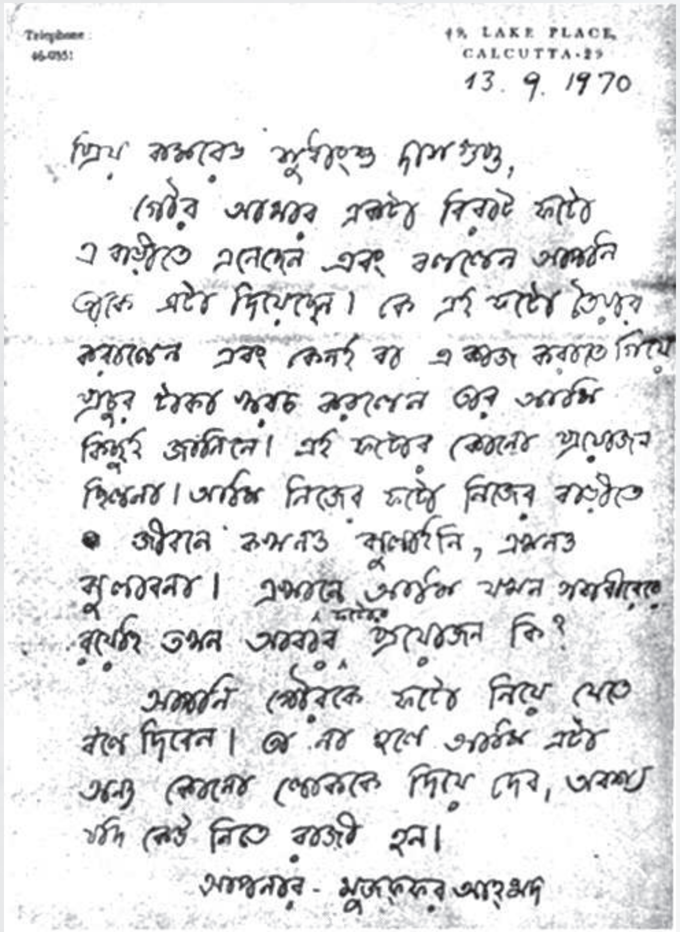

Telephone: 46-0351

19, LAKE PLACE,
CALCUTTA-29

13. 9. 1970

প্রিয় কমরেড সুধাংশু দাসগুপ্ত,

গৌর আমার একটা বিরাট ফটো এ বাড়ীতে এনেছেন এবং বললেন আপনি তাকে এটা দিয়েছেন। কেন এই ফটো তৈয়ার করালেন এবং কেনই বা এ কাজ করাতে গিয়ে প্রচুর টাকা খরচ করলেন তার আমি কিছুই জানিনে। এই ফটোর কোনো প্রয়োজন ছিল না। আমি নিজের ফটো নিজের বাড়ীতে জীবনে কখনও ঝুলাইনি, এখনও ঝুলাবনা। এখানে আমি যখন সশরীরেতে রয়েছি তখন আবার ফটোর প্রয়োজন কি?

আপনি গৌরকে ফটো নিয়ে যেতে বলে দিবেন। তা না হলে আমি এটা অন্য কোনো লোককে দিয়ে দেব, অবশ্য যদি কেউ নিতে রাজী হন।

আপনার - মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ

প্রিয় কমরেড সুধাংশু দাসগুপ্ত,

গৌর আমার একটা বিরাট ফটো এবাড়ীতে এনেছেন এবং বললেন আপনি তাকে এটা দিয়েছেন। কেন এই ফটো তৈয়ার করালেন এবং কেনই বা একাজ করাতে গিয়ে প্রচুর টাকা খরচ করলেন তার আমি কিছুই জানিনে। এই ফটোর কোনো প্রয়োজন ছিল না। আমি নিজের ফটো নিজের বাড়ীতে জীবনে কখনও ঝুলাইনি, এখনও ঝুলাবনা। এখানে আমি যখন সশরীরেতে রয়েছি তখন আবার ফটোর প্রয়োজন কি?

আপনি গৌরকে ফটো নিয়ে যেতে বলে দিবেন। তা না হলে আমি এটা অন্য কোনো লোককে দিয়ে দেব। অবশ্য যদি কেউ নিতে রাজী হন।

আপনার - মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ

মুজফ্ফর আহ্মদ

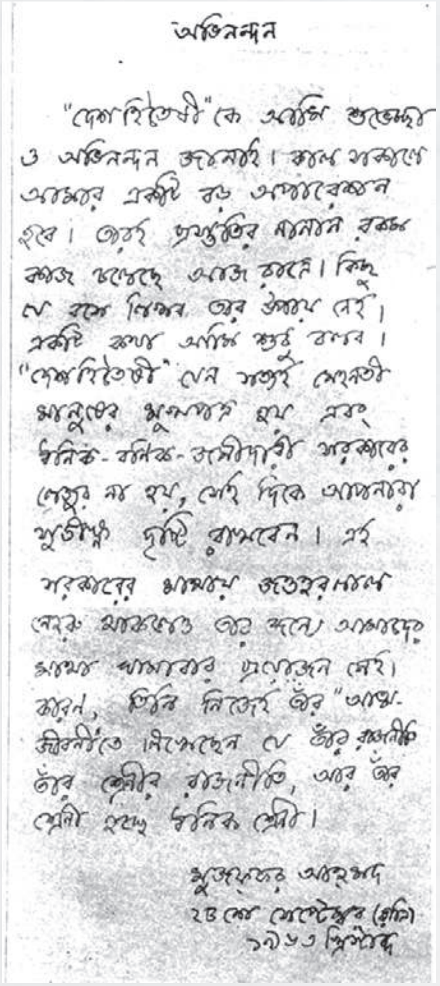

অভিনন্দন

"দেশহিতৈষী"কে আমি শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই। কাল সকালে আমার একটি বড় অপারেশন হবে। তারই প্রস্তুতির নানান রকম কাজ চলেছে আজ রাত্রে। কিছু যে বসে লিখব তার উপায় নেই। একটি কথা আমি শুধু বলব। "দেশহিতৈষী" যেন সত্যই মেহনতী মানুষের মুখপত্র হয় এবং ধনিক-বণিক-জমীদারী সরকারের লেজুর না হয়, সেই দিকে আপনারা সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখবেন। এই সরকারের মাথায় জওহরলাল নেহরু থাকলেও তার জন্যে আমাদের মাথা ঘামাবার প্রয়োজন নেই। কারণ, তিনি নিজেই তাঁর "আত্মজীবনী"তে লিখেছেন যে তাঁর রাজনীতি তাঁর শ্রেণীর রাজনীতি, আর তাঁর শ্রেণী হচ্ছে ধনিক শ্রেণী।

মুজফ্ফর আহ্মদ
২৫শে সেপ্টেম্বর (রাত্রি)
১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দ

অভিনন্দন

''দেশহিতৈষী''কে আমি শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই। কাল সকালে আমার একটি বড় অপারেশন হবে। তারই প্রস্তুতির নানান রকম কাজ চলেছে আজ রাত্রে। কিছু যে বসে লিখব তার উপায় নেই। একটি কথা আমি শুধু বলব। ''দেশহিতৈষী'' যেন সত্যই মেহনতী মানুষের মুখপত্র হয় এবং ধনিক-বণিক-জমীদারী সরকারের লেজুর না হয়, সেই দিকে আপনারা সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখবেন। এই সরকারের মাথায় জওহরলাল নেহরু থাকলেও তার জন্য আমাদের মাথা ঘামাবার প্রয়োজন নেই। কারণ, তিনি নিজেই তাঁর ''আত্মজীবনীতে লিখেছেন যে তাঁর রাজনীতি তাঁর শ্রেণীর রাজনীতি, আর তাঁর শ্রেণী হচ্ছে ধনিক শ্রেণী।

মুজফ্ফর আহ্মদ
২৫শে সেপ্টেম্বর (রাত্রি)
১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে

মুজফ্ফর আহ্মদ

সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জি

১৮৮৯–১৯১৩

শৈশব ও বাল্য জীবন

১৮৮৯ সালের ৫ আগস্ট অবিভক্ত বাংলার সন্দ্বীপের (বর্তমানে বাংলাদেশের সন্দ্বীপ জেলার) মুসাপুর গ্রামের এক হতদরিদ্র পরিবারে মুজফ্ফর আহ্মদের জন্ম। প্রথমে মাদ্রাসায় পড়েন। পরে ১৯১০ সালে কার্গিল স্কুল থেকে নোয়াখালি জেলা স্কুলে চলে আসেন। তাঁর সাহিত্য সাধনার সূত্রপাত প্রবাসী ও মডার্ন রিভিউ পত্রিকায় লেখার মধ্য দিয়ে। প্রবেশিকা পাশ করে কলকাতায় আই এ পড়তে আসেন। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামে তখন উত্তাল কলকাতা। তিনি রাজনৈতিক কর্মসূচিতেও অংশ নিতে শুরু করেন।

১৯১৪– ১৯২০

'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি'তে যোগদান

১৯১১ সালে 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি' গঠিত হয়েছিল। কিন্তু সেটি নিষ্ক্রিয় ছিল। মুসলিম সভ্যতার উপরেই কাজ করবেন ভেবে তিনি 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি'তে যোগদান করেন এবং সমিতিকে সক্রিয় করে তোলেন। ৪৭/১ মির্জাপুর স্ট্রিটে ছিল অফিস। পরে তা চলে যায় ৩২ কলেজ স্ট্রিট। ইতিমধ্যে নভেম্বর বিপ্লবের সাফল্যলাভের সংবাদ আসে। সেই সময়ে নজরুলের সঙ্গে পরিচয় হয়ে গিয়েছে। সিদ্ধান্ত নেন রাজনীতিই হবে তাঁর পেশা।

১৯২০-১৯২১

'নবযুগ' পত্রিকার প্রকাশ

স্বাধীনতা সংগ্রাম তখন নতুন মোড় নিয়েছে। এমতাবস্থায় ১৯২০ সালের ১২ জুলাই মুজফ্ফর আহ্মদ ও কাজী নজরুল ইসলাম বার করলেন সান্ধ্য দৈনিক 'নবযুগ'। ২৬ × ২০ ইঞ্চি মাপের এই কাগজটি এ কে ফজলুল হকের টাকায় চলত। তাতে গরম গরম কথা যেমন থাকতো তেমনি মজুরদের কথাও লেখা হতো। 'নবযুগ' একটা বিরাট সম্ভাবনা নিয়ে হাজির হয়েছিল। ১৯২১-এর জানুয়ারিতে কাগজ বন্ধ হওয়ার সাথে সাথে তার বিনাশ ঘটে।

১৯২০–২২

প্রবাসে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠার সংবাদে উদ্দীপনা

১৯২০ সালের ১৭ অক্টোবর তাসখন্ডে 'ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি' গঠিত হয়েছে এই সংবাদে অনেকের মতো মুজফ্ফর আহ্মদও উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠেছিলেন। সেই সূত্রে বলশেভিক সংগঠন ও মজুর সমস্যার উপর পড়াশোনা করতে শুরু করেন। দেশের মাটিতে আলাদা আলাদাভাবে কলকাতা মাদ্রাজ লাহোর ও বোম্বেতে সাম্যবাদের কথা প্রচারিত হতে থাকে। সেই সময়কালে এই কাজে সবার আগে এগিয়ে আসেন যে কয়জন যুবক, মুজফ্ফর আহ্মদ ছিলেন তাঁদের অন্যতম।

১৯২২

ইন্ডিয়ান সোশালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন

অসহযোগ আন্দোলনে উত্তাল দেশ। সেই আন্দোলন সহসা প্রত্যাহার করলেন গান্ধী। মানুষের মনে ক্ষোভ ও হতাশা। এমতাবস্থায় দেশের অভ্যন্তরে ১০/১ ব্রাইট স্ট্রিটে (বালিগঞ্জ) গড়ে উঠলো ভারতের প্রথম সাম্যবাদী সংগঠন– 'ইন্ডিয়ান সোশালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন'। বাংলায় 'ভারত সাম্যতন্ত্র সমিতি'। সম্পাদক মুজফ্ফর আহ্মদ। কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের কাছে সমাজতন্ত্র প্রচারের কাজে সাহায্য চেয়ে তিনি চিঠিও লিখেছিলেন।

১৯২২

ধূমকেতু

রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাণী নিয়ে ১২ আগস্ট ৩২ কলেজ স্ট্রিট থেকে 'ধূমকেতু'র আত্মপ্রকাশ। সম্পাদক নজরুল ইসলাম। সর্বপ্রথম 'ধূমকেতু'ই ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা চেয়েছিল। 'ধূমকেতু'র মেজাজে ভীত রাজশক্তি এই পত্রিকাটিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। দ্বৈপায়ন ছদ্মনামে নজরুলকে মুজফ্ফর আহ্মদ পরামর্শ দিয়েছিলেন কাগজটি যেন 'চিন্তার হাটে দেউলিয়া' না হয়। এখানেই মুজফ্ফর আহ্মদ ধারাবাহিক 'গান্ধী চরিত' লিখছিলেন। ইত্যবসরে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এম এন রায়ের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ঘটে।

১৯২৪

কানপুর বলশেভিক ষড়যন্ত্র মামলা

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র 'দি ভ্যানগার্ড অব দি ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেনডেন্স' পত্রিকাটি জার্মানি থেকে কলকাতায় আসতো। মুজফ্ফর আহ্মদ তার প্রচার করতে শুরু করলে তিনি গোয়েন্দাদের নজরে পড়ে যান। বলশেভিক ভাবধারাকে অঙ্কুরেই শেষ করে দিতে মানবেন্দ্রনাথ রায় ও মুজফ্ফর আহ্মদ সহ ৮ জনের বিরুদ্ধে কানপুর বলশেভিক মামলা শুরু করে পুলিশ। শেষ পর্যন্ত মুজফ্ফর আহ্মদ, শওকৎ উসমানী, শ্রীপাদ অমৃত ডাঙ্গে ও নলিনী দাশগুপ্তের চার বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

মুজফ্ফর আহ্মদ

১৯২৫

আলমোড়া জেল থেকে মুক্তি

মুজফ্ফর আহ্মদ ক্ষয় রোগে কাতর হয়ে পড়েন। রায়বেরিলি জেল সুপার তাঁকে মুক্তি দেওয়ার সুপারিশ করেন। ইউ-পির প্রাদেশিক সরকার তাঁকে মুক্তি সাপেক্ষে আলমোড়া জেলে বদলি করেন। ১২ সেপ্টেম্বর তিনি মুক্ত হন। সুস্থ হলে তিনি শওকত উসমানীকে দেখতে যান। কলকাতায় ফেরেন ১৯২৬ সালের ২ জানুয়ারি। যুক্ত হন নজরুল পরিচালিত 'লাঙল' পত্রিকার সঙ্গে। তার আগে তিনি অবশ্য কানপুর কমিউনিস্ট কনফারেন্সে যোগ দিয়ে এসেছেন।

১৯২৫

প্রথম কমিউনিস্ট কনফারেন্স

কানপুরে ভারতের কমিউনিস্টদের প্রথম সম্মেলন ডেকেছিল জনৈক সত্যভক্ত। সেখানে শৃঙ্খলার অভাব ছিল। কিন্তু সেখানে অনেকের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন মুজফ্ফর আহ্মদ। যদিও তাঁর কাছে এটি একটি কমিটি গঠন ছাড়া আর কিছুই ছিল না। সম্পাদক হন এস ভি ঘাটে। মুজফ্ফর আহ্মদ কমিটি মেম্বার হিসাবে বাংলাদেশে পার্টি গঠনের দায়িত্ব নিয়ে কলকাতায় চলে আসেন।

১৯২৫

'লাঙল' : মেহনতি মানুষের প্রথম সাপ্তাহিক

মুজফ্ফর আহ্মদ কলকাতায় আসার আগেই ১ নভেম্বর 'লেবার স্বরাজ পার্টি'র মুখপত্র হিসাবে প্রকাশিত হয়ে গিয়েছিল 'লাঙল'। সাম্যবাদী ধারণার বিশ্লেষণ ও প্রচারে এটাই ছিল গোড়ার যুগের একমাত্র সাপ্তাহিক। ঐ পত্রিকাতেই কানপুর কমিউনিস্ট কনফারেন্সের খবর বেরিয়েছিল। নজরুল ইসলাম, কুতুবউদ্দিন আহমেদ, হেমন্ত সরকার প্রমুখ ছিলেন এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। প্রথম প্রকাশ ১৬ ডিসেম্বর। ঠিকানা ৩৭ হ্যারিসন রোড। প্রধান পরিচালক নজরুল ইসলাম। সম্পাদক মণিভূষণ মুখোপাধ্যায়।

১৯২৬–২৮

'লাঙল' থেকে 'গণবাণী'

পর পর ১৬ টি সংখ্যা প্রকাশের পর ১৫ এপ্রিল ১৯২৬ 'লাঙল' বন্ধ হয়ে যায়। ঐ বছরই 'লেবার স্বরাজ পার্টি' পরিণত হয় 'ওয়ার্কার্স অ্যান্ড পেজেন্টস পার্টি'তে। সেই সূত্রে 'লাঙল' 'গণবাণী'তে পরিবর্তিত হয়ে বাংলায় একটি সুসংহত কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের আহ্বান জানায়। সম্পাদক– মুজফ্ফর আহ্মদ। দেশের মধ্যে সবার আগে কমিউনিস্ট ইশ্‌তেহারের বাংলা তরজমাও ছেপেছিল এই পত্রিকা। ছাপা হচ্ছিল রজনীপাম দত্তের 'মডার্ন ইন্ডিয়া'র বাংলা অনুবাদও।

১৯২৬ নভেম্বর

স্বাস্থ্যোদ্ধারে লাহোর যাত্রা

কলকাতার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রতিরোধে অংশ নেওয়ার পর স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য তিনি লাহোর গিয়েছিলেন। সেখানে মীর আবদুল মজিদের বাড়িতে থাকার সময় নওজওয়ান ভারত সভার পক্ষ থেকে ভগৎ সিং কানপুর বলশেভিক ষড়যন্ত্র মোকদ্দমায় জেল-খাটা মুজফ্ফর আহ্মদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। ১৯২৭ সালের জানুয়ারির শেষ দিকে মুজফ্ফর আহ্মদ কলকাতায় ফেরেন এবং ১৯–২০ ফেব্রুয়ারি কৃষ্ণনগরে বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দলের দ্বিতীয় সম্মেলনে যোগ দেন।

১৯২৭–১৯২৮

ওয়ার্কার্স অ্যান্ড পেজেন্টস পার্টি

১৯২৭ সালের নভেম্বরে 'ওয়ার্কার্স অ্যান্ড পেজেন্টস' পার্টির সঙ্গে সঙ্গে তার মুখপত্র 'গণবাণী'র দপ্তরও উঠে আসে ঐতিহাসিক ২/১ ইউরোপীয়ান অ্যাসাইলাম লেনের বাড়িতে। 'গণবাণী'কে কেন্দ্র করে চাষি মজুরের আন্দোলন তখন তীব্র হচ্ছে। কর্মব্যস্ত মুজফ্ফর আহ্মদ ওয়ার্কার্স অ্যান্ড পেজেন্টস পার্টি'র ভাটপাড়া সম্মেলনে 'আ কল টু অ্যাকশন' শীর্ষক ইশ্‌তেহার প্রকাশ করে দিয়েছেন। পরে ঐ পার্টি'র সর্বভারতীয় সম্মেলনেও অন্যতম প্রধান ভূমিকা পালন করেছিলেন।

১৯২৯

মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা

সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে দেশের মুক্তি ও পূর্ণ স্বাধীনতার দাবিতে কথা বলার জন্য ভীত শাসক গোষ্ঠী কমিউনিস্টদের অঙ্কুরেই শেষ করে দিতে ১৯২৯ সালের ২০ মার্চ মুজফ্ফর আহ্মদ সহ সারা দেশের কমিউনিস্ট নেতা ও সমর্থককে গ্রেপ্তার করে মীরাট আদালতে মামলা দায়ের করেছিল। কিন্তু বাসনা তাদের পূর্ণ হয়নি। কমিউনিস্টরা মীরাট মামলার কাঠগড়াকেই পার্টির মঞ্চ হিসাবে ব্যবহার করেছিল। মুজফ্ফর আহ্মদ সেদিন নিজেকে কমিউনিস্ট বিপ্লবী হিসাবে ঘোষণা করেছিলেন। ইতিহাসের দীর্ঘতম এই মামলাই 'মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা' হিসাবে পরিচিত।

মুজফ্ফর আহ্মদ

১৯৩৮

‘গণশক্তি’র নবপর্যায় ও বাম দলগুলির সংহতি

১৯৩৪ সালে ‘গণশক্তি’ প্রকাশিত হয়েছিল সরোজ মুখার্জির সম্পাদনায়। সেটি বন্ধ হলে ১৯৩৮ সালের আগস্ট মাসে নবপর্যায়ে মাসিক ‘গণশক্তি’র আত্মপ্রকাশ। সেই উপলক্ষ্যে সুভাষচন্দ্র বসু শুভকামনা পাঠিয়েছিলেন। সম্পাদকমণ্ডলীতে ছিলেন মুজফ্ফর আহ্মদ, সোমনাথ লাহিড়ী, বঙ্কিম মুখার্জি, পাঁচুগোপাল ভাদুড়ী, দেবকুমার দাশ ও মনোরঞ্জন রায়। পরে সুভাষ বসুর পত্রিকাতে কমিউনিস্টরাও লিখতেন। মুজফ্ফর আহ্মদ ও সোমনাথ লাহিড়ী লিখেছিলেন একটি যৌথ নিবন্ধ।

১৯৩৯

নতুন ধরণের নতুন পত্রিকা ‘আগে চলো’

এটা এমন একটা সময় যখন ৪১ জ্যাকেরিয়া স্ট্রিটের পাট উঠে গেছে। ‘গণশক্তি’ পাবলিশিং হাউস’ও নেই। সেই সময়ে মুজফ্ফর আহ্মদের উদ্যোগে প্রকাশিত হয়েছিল ‘আগে চলো’। দু’ পয়সার কাগজ। পরিচালকবৃন্দ– মুজফ্ফর আহ্মদ, বঙ্কিম মুখার্জি, নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার প্রমুখ। সম্পাদক আবদুল হালিম। ম্যানেজার সুধী প্রধান। মুদ্রক মহম্মদ ইসমাইল। পার্টির শক্তিবৃদ্ধি ও বামপন্থী ঐক্য প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে এটি ছিল ‘নতুন ধরনের সাপ্তাহিক’। ১৭ সাগর দত্ত লেনেই ছিল এর অফিস।

১৯৩৯

‘ন্যাশনাল বুক এজেন্সি’র প্রতিষ্ঠা

কমিউনিস্ট পার্টির প্রকাশনা সংস্থার নাম ‘ন্যাশনাল বুক এজেন্সি’। ১৯৩৯ সালের জুন মাসে মুজফ্ফর আহ্মদের উদ্যোগে বেলেঘাটায় রেবতী বর্মণের বাড়িতে সুরেন দত্ত, ধরণী গোস্বামী ও গোপাল ঘোষের উপস্থিতিতে একটি সভায় ঐ সংস্থা খোলার সিদ্ধান্ত হয়। যার সূচনা হয়েছিল ৭২ হ্যারিসন রোডে। পরে তার বিস্তৃতি ঘটে। স্বাধীন ভারতেও এই সংস্থাকে শেষ করে দেবার চক্রান্ত হয়েছিল কিন্তু মুজফ্ফর আহ্মদের উদ্যোগ ও প্রচেষ্টায় ন্যাশনাল বুক এজেন্সি জনজীবনে আরও প্রতিষ্ঠিত হয়। আজ এই প্রকাশনা সংস্থার নাম বাংলার ঘরে ঘরে।

১৯৪০

‘কাকাবাবু’ নামে পরিচিত হলেন

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে বেআইনি অবস্থায় কলকাতায় একটি প্রাদেশিক ডেন তৈরি করার প্রয়োজন ছিল। ঐ সময়ে মুজফ্ফর আহ্মদকে জমিদার ও কাকাবাবু সাজিয়ে এবং কয়েকজন সাজানো ভাইপো ও ভাইঝিকে সঙ্গে নিয়ে বাড়িভাড়া করা হয়েছিল। পাঁচুগোপাল ভাদুড়ি বড়দা, সোমনাথ লাহিড়ী মেজদা, সরোজ মুখার্জি ছোড়দা আর ভূপেশ গুপ্তকে সেজদা করা হয়েছিল। কনক দাশগুপ্ত, বেলা চট্টোপাধ্যায়, শান্তি রায় ছিলেন ভাইঝি। সেই থেকে পার্টিতে তিনি সকলের কাকাবাবু হয়ে উঠলেন।

১৯৪২

পার্টি আইনি হলো

২৩ জুলাই সিপিআই’এর উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়। খুশিতে উত্তাল কাকাবাবুরা। গত ২০ বছর ধরে তাঁরা প্রকাশ্যে কাজ করতে পারেনি। কাকাবাবুর নির্দেশে ২৪৯ বহুবাজার স্ট্রিটের বাড়িতে পার্টির নামে সাইনবোর্ড ঝোলানো হয়েছিল। তিনি বলে দিয়েছিলেন ‘ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি’ কথাটি লিখতে হবে। ‘ভারতীয়’ যেন লেখা না হয়। ব্র্যাকেটে থাকবে ‘কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের অন্তর্ভুক্ত’। এই উপলক্ষ্যে ১ আগস্ট টাউন হলে অনুষ্ঠিত প্রকাশ্য সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন রাহুল সাংকৃত্যায়ন।

১৯৪৩

রেড এইড কিওর হোম

সেবামূলক কার্যক্রমে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যরাই ছিল সামনের সারিতে। সমগ্র বাংলায় রিলিফের কাজ করতে গিয়ে কমিউনিস্ট কর্মীরা অসুস্থ হয়ে পড়ছিলেন। সেই সময় মুজফ্ফর আহ্মদের উদ্যোগে ১২১বি বহুবাজার স্ট্রিটে দলমত নির্বিশেষে সকলের সহযোগিতায় গণভিত্তিক সেবা প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে উঠেছিল ‘রেড এইড কিওর হোম’। যা পরে ১০ রডন স্ট্রিটে স্থানান্তরিত হয়। মুজফ্ফর আহ্মদের উদ্যোগে ও অনুরোধে কতিপয় ডাক্তার ও পার্টির সহযোগিতায় সেবার অতুলনীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল এই হোম।

১৯৪৩

পিপলস রিলিফ কমিটি (পিআরসি) গঠন

পিপলস রিলিফ কমিটির সঙ্গে বাংলার মানুষের পরিচয় বহু দিনের। মুজফ্ফর আহ্মদ ও তাঁর জনা কয়েক সঙ্গীসাথী এই সংস্থা গড়ে তুলেছিলেন। ১৯৪২-৪৩ সালের ভয়াবহ বন্যা দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর প্রেক্ষাপটে ক্ষণস্থায়ী উদ্যোগের পরিবর্তে মানুষের পাশে স্থায়ীভাবে দাঁড়াতে ১৯৪৩ সালের সেপ্টেম্বরে গড়ে ওঠে ‘পিপলস রিলিফ কমিটি’। শ্রমজীবী মানুষের চিকিৎসায় নিয়োজিত রয়েছে এই সংস্থা। বহু স্বনামধন্য চিকিৎসক ও স্বেচ্ছাসেবীর সহায়তায় এই রিলিফ কমিটি আজও পালন করে চলেছে ঐতিহাসিক ভূমিকা।

মুজফ্ফর আহ্মদ

১৯৪৫-৪৬

দৈনিক প্রকাশের প্রস্তুতি ও বাংলা প্রাদেশিক নির্বাচন

১৯৪৫ সালের ডিসেম্বরে আসন্ন নির্বাচনকে সামনে রেখে পার্টির নিজস্ব দৈনিক 'স্বাধীনতা'র প্রকাশ ঘটে। সম্পাদকমন্ডলীতে ছিলেন মুজফ্ফর আহ্মদ, সোমনাথ লাহিড়ী (সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি), প্রমোদ দাশগুপ্ত (ম্যানেজার) ও নৃপেন চক্রবর্তী। ঐ নির্বাচনে পার্টি কর্মীদের কি করণীয় সেকথাও তাঁরা ঘোষণা করেছিলেন। সেবারই প্রথম জ্যোতি বসু, রূপনারায়ণ রায় ও রতনলাল ব্রাহ্মণ– এই তিন কমিউনিস্ট জয়লাভ করে আইনসভায় গিয়েছিলেন।

১৯৪৬–১৯৪৮

৮-ই ডেকার্স লেন : 'স্বাধীনতা'র নতুন ঠিকানা

বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাসে এই বাড়িটিই পালন করেছিল ঐতিহাসিক ভূমিকা। দোতলায় স্বাধীনতার অফিস ঘর। একতলায় রোটারি প্রেস– 'স্বাধীনতা' পত্রিকার ছাপাখানা। আর তিনতলায় পার্টির প্রাদেশিক কমিটির দপ্তর। 'স্বাধীনতা' তখন জনগণের নিজস্ব দৈনিকে পরিণত হয়েছে। নির্ভীক ও সৎ সাংবাদিকতায় হয়ে ওঠেছে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। মুজফ্ফর আহ্মদ সেখানেই থেমে থাকেননি, ভাবছিলেন নিজেদের উদ্যোগে পার্টি প্রেস স্থাপনের কথা।

১৯৪৮

দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেস

২৮ ফেব্রুয়ারি– ৬ মার্চ

স্বাধীন ভারতের নতুন পরিস্থিতিতে কলকাতায় অনুষ্ঠিত হলো পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেস। উদ্বোধনী ভাষণ দিয়েছিলেন মুজফ্ফর আহ্মদ। বলেছিলেন ইতিহাস আমাদের উপর যে দায়িত্ব দিয়েছে আমরা যেন তা পালনের যোগ্য হতে পারি। নতুন সম্পাদক নির্বাচিত হন বি টি রণদিভে। ১৯৪৮ সালের ২৫ মার্চ পার্টিকে বেআইনি ঘোষণা করা হলে মুজফ্ফর আহ্মদ সহ পার্টির অনেকেই গ্রেপ্তার হয়ে যান। পরে দেশে সাধারণ নির্বাচন ঘোষিত হলে পার্টি নির্বাচনে অংশ নেয়।

১৯৫১–৫২

নির্বাচনী সংগ্রামে অভুতপর্ব ভূমিকা

স্বাধীন ভারতের প্রথম সাধারণ নির্বাচন উপলক্ষ্য পার্টি পত্রিকা প্রকাশ ও পার্টি দপ্তর স্থাপনের উপরে বিশেষ জোর দিয়েছিলেন মুজফ্ফর আহমদ। এই সময় তিনি ৬৪এ লোয়ার সার্কুলার রোডের বাড়িটিকে পার্টি অফিস হিসাবে ব্যবহার করা থেকে শুরু করে, নিজস্ব প্রেসের ব্যবস্থা, নির্বাচনী প্রচারে অংশগ্রহণ সহ পার্টির প্রাদেশিক সম্পাদকেরও দায়িত্ব পালন করেছিলেন। নির্বাচনী ফলাফল প্রমাণ করল যে প্রথমদিকে কমিউনিস্টরা সাময়িক জনবিচ্ছিন্ন হলেও মানুষের সমর্থন তাঁরা হারাননি।

১৯৫২

গণশক্তি প্রিন্টার্স স্থাপন

স্বাধীন ভারতে দীর্ঘ কারাবাসের পর নির্বাচনী প্রেক্ষাপটে তিনি 'গণশক্তি' প্রিন্টার্স স্থাপনের উদ্দোগ নিয়েছিলেন। যা বাস্তবায়িত হয়, ১৯৫২ সালের ১৮ অক্টোবর। ছাপা হতে থাকে 'স্বাধীনতা' পত্রিকা। ঠিকানা ৩৩ আলিমুদ্দিন স্ট্রিট। ঐ বাড়িটি লিজে নিয়ে মেসিন বসিয়ে সেখানেই শুরু হয়ে যায় মুদ্রণের কাজ। দোতলায় স্বাধীনতার অফিস, নিচে প্রেস। ডিরেক্টর বোর্ডে ছিলেন প্রমোদ দাশগুপ্ত, জ্যোতি বসু, প্রমুখ। মুজফ্ফর আহমদ ছিলেন ডাইরেক্টর ইন চার্জ। সেই প্রিন্টার্স আজও স্বমহিমায় বর্তমান।

১৯৬৩

জন্মদিন পালনের সূচনা

কাকাবাবু ছাড়া পার্টিতে কারও জন্মদিন পালিত হয়না। এটি একটি ব্যতিক্রমী ঘটনা। ১৯৬৩ সালের কথা। তখন কার্যত দুভাগ হয়ে গেছে পার্টি। কাকাবাবু সহ নেতারা সব জেলে। এই সময় বামপন্থী কমিউনিস্টদের একত্রিত করতে ও মতাদর্শগতভাবে সংহত করতে ৫ আগস্ট কাকাবাবুর জন্মদিন পালনের প্রস্তাব জেলের ভেতরে থাকা নেতৃবর্গের কাছে পাঠানো হয়। কাকাবাবুর আপত্তি সত্ত্বেও জেলের ভেতরে নেতারা তা অনুমোদন করেন। ৫ আগস্ট রামমোহন লাইব্রেরি হলে পালিত হয় কাকাবাবুর জন্মদিন। সেদিন থেকে পার্টিতে প্রতি বছর ৫ আগস্ট পালিত হচ্ছে তাঁর জন্মদিবস।

১৯৬৪

তেনালির সংগ্রামী পথ ধরে

১৯৫১ সালে গৃহীত কর্মসূচির সঙ্গে ভারতীয় বাস্তবতার অমিল থাকায় কর্মসুচি সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। শ্রেণি সংগ্রাম ও শ্রেণি সহযোগিতার প্রশ্নে মতপার্থক্য দেখা দেয়। এই প্রেক্ষাপটে মুজফ্ফর আহ্মদ সহ জাতীয় পরিষদের বৈঠক থেকে যে ৩২ জন সদস্য বেরিয়ে আসেন, তাঁরাই তেনালি কনভেনশন থেকে প্রকৃত কমিউনিস্ট পার্টি গড়ার ডাক দেয়। পরে ডাঙ্গেপন্থীদের সংশোধনবাদী নীতির বিরোধিতা করে ১৯৬৪ সালের ৩১ অক্টোবর -৭

মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ

নভেম্বর সপ্তম কংগ্রেসের মধ্য দিয়ে প্রকৃত মার্কসবাদীরা বিপ্লবী কর্মসূচির ভিত্তিতে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) গঠন করে।

১৯৬৭

হঠকারী বিচ্যুতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম

শুধু দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতির বিরুদ্ধেই নয়, বাম বিচ্যুতির বিরুদ্ধেও সরব ছিলেন কাকাবাবু। সতর্কবাণী ধ্বনিত হয়েছিল ‘গণশক্তি’ পত্রিকার সম্পাদকীয়তেও। ২ জুলাই ১৯৬৭তে প্রকাশিত হলো মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ স্বাক্ষরিত সম্পাদকীয়- ‘কমিউনিস্ট পার্টির পথ হঠকারিতার পথ নয়।’ এই সম্পাদকীয় প্রবন্ধে তিনি লিখেছিলেন, ‘এক মুহূর্তের জন্যেও ভুললে চলবেনা যে বন্ধুর চেয়ে পার্টি বড়’ – কথাটি আজ পার্টির অন্দরে প্রবাদ বাক্যে পরিণত। পরে ১৯৬৮ সালে বর্ধমানে আয়োজিত প্লেনামেও তিনি অংশ নিয়েছিলেন। এর পর কার্যত তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন।

১৯৭৩

প্রয়াত হলেন কাকাবাবু

১৮ ডিসেম্বর ১৯৭৩। ভোর সওয়া পাঁচটায় প্রয়াত হলেন কাকাবাবু। এদেশের সাম্যবাদী আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ, শ্রমজীবী মানুষের অকৃত্রিম বন্ধু, বিপ্লবীশ্রেষ্ঠ কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের জীবনাবসান খুবই বিয়োগান্ত ঘটনা। অবিচলিত আদর্শনিষ্ঠার দ্বারাই তিনি মানুষকে কাছে টেনেছিলেন। যে আদর্শের উপর দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে সাম্যবাদ, সমাজবাদ কায়েম করার জন্য তিনি সংগ্রাম করে গিয়েছেন, জেল খেটেছেন, সে আদর্শের জয়যাত্রা কেউ রুদ্ধ করতে পারবে না।

মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের লেখা বই

আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (১৯২০–১৯২৯)। প্রথম খণ্ড। ন্যাশনাল বুক এজেন্সি। ১৯৬৯। ১৬ টাকা।

আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি : দ্বিতীয় খণ্ড: অসম্পূর্ণ। ন্যাশনাল বুক এজেন্সি। ১৯৭৪। ৮৭পৃঃ। ৫টাকা।

প্রবন্ধ সংকলন। (লাঙল ও ‘গণবাণী’তে প্রকাশিত নির্বাচিত প্রবন্ধের সংকলন)। সারস্বত লাইব্রেরি। ১৯৭০। ৮ টাকা।

কাজী নজরুল ইসলাম : স্মৃতিকথা। ন্যাশনাল বুক এজেন্সি। ১৯৬৫।

সমকালের কথা । ন্যাশনাল বুক এজেন্সি। ১৯৬৩। দু’টাকা। ১৯৬৩

কৃষকের কথা। হুগলী জেলা কমিটি। ১৯৮৪। তৃতীয় সং: ১৯৫৪। ৫৩ পৃঃ। ১৯৫৪। ৫ টাকা।

নির্বাচিত রচনা সংকলন। মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ স্মারক কমিটি কর্তৃক সংকলিত । ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, ১৯৯০। ২৫৫পৃঃ। ২৫ টাকা।

প্রবাসে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গঠন। কলকাতা : ন্যাশনাল বুক এজেন্সি। ১৯৬১। ২ টাকা ৫০ পয়সা।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের প্রথম যুগ (১৯২১-১৯৩৩)। ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, ১৯৫৯। ২৬পৃঃ। ৩ টাকা ৫০ পয়সা।

কুৎসার জবাবে। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি, পশ্চিমবঙ্গীয় সম্পাদকমণ্ডলী। ১৯৬৪। ১৭ পৃঃ দশ পয়সা।

The Communist Party Of India and its formation abroad..National Book Agency. 1962.

Communist Party of India : Years of formation 1921_1933.

Myself and the Communist Party of India 1920_1929. National Book Agency. 1970.